নেতানিয়াহু বিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল ইসরায়েল

● ● ● ●

সারে-জমিন

আইপিএলে স্পেশাল ট্রেন, ঈদের আগে নয় কেন? চিঠি রেলকে

রূপসী বাংলা

আমরা গাজাবাসী, নিজেদের আর কত মিথ্যা বলব

সম্পাদকীয়

ভাগীরথীর উপর নতুন সেতুর সমীক্ষার জন্য স্থান পরিদর্শন

সাধারণ

আপনজন

বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

Daily APONZONE

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শনিবার
২২ মার্চ, ২০২৫
৭ চৈত্র ১৪৩১
২১ রমজান ১৪৪৬ হিজিরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

আইপিএল শুরুর আগে নিয়মে বড় পরিবর্তন

● ● ● ●

খেলতে খেলতে

Vol.: 20 ■ Issue: 79 ■ Daily APONZONE ■ 22 March 2025 ■ Saturday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

ফ্রি পরিষেবার সংখ্যালঘু প্রকল্পে খরচ করেনি কেন্দ্র, তথ্য সংসদে

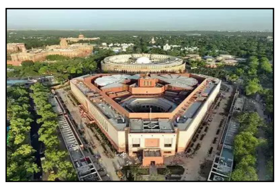

আপনজন ডেস্ক: একটি সংসদীয় প্যানেল হাইলাইট করেছে যে সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রকের প্রকৃত ব্যয় আগের বছরগুলিতে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। কারণ বিনামূল্যে কোচিং এবং সহযোগী প্রকল্প, 'নই উড়ান', মাদ্রাসা ও সংখ্যালঘুদের শিক্ষা প্রদানের প্রকল্প (এসপিইএমএম) এর মতো বেশ কয়েকটি প্রকল্প বন্ধ হয়ে গেছে এবং ২০২৩-২৪ সালে চালু হওয়া পিএম-বিকাশ কার্যকর করা যায়নি। এছাড়াও, মন্ত্রকের বিভিন্ন স্কলারশিপ স্কিমের অধীনে ২০২২-২৩ থেকে ২০২৪-২৫ সালের মধ্যে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করা হয়নি বলে উল্লেখ হয়েছে ২০২৫-২৬ সালের অনুদানের চাহিদা সম্পর্কিত প্রতিবেদনে। বিজেপি লোকসভা সদস্য পি সি মোহনের নেতৃত্বাধীন কমিটির পর্যবেক্ষণ, ২০২২-২৩ এবং ২০২৩-২৪ সালে মন্ত্রক ২,৬১২ কোটি এবং ২,৬০৮ কোটি টাকার মধ্যে মাত্র ৮৩৭ কোটি টাকা এবং ১,০৩২ কোটি টাকা ব্যয় করতে পেরে।

হিথরো বিমানবন্দরে আগুন, পিছলো মমতার লন্ডন সফর

আজ নয়, সোমবার মুখ্যমন্ত্রীর লন্ডন পাড়ি, ফিরবেন ২৮ মার্চ

আপনজন ডেস্ক: শুক্রবার কলকাতা থেকে লন্ডনের হিথ্রোগামী বেশ কয়েকজন যাত্রী মাঝপথে বা শহরের মধ্যে আটকে পড়েন। হিথরো বিমানবন্দরে বিদ্যুৎ সরবরাহকারী হেইসের নিকটবর্তী একটি সাবস্টেশনে আগুন ছড়িয়ে পড়ার পর বন্ধ করে দেওয়া হয় বিমানবন্দর। বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণে হিথরোতে কার্যক্রম স্থগিত থাকায় শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ১৩০০ ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে।

অন্যদিকে, রাজ্য সরকার সূত্রের খবর, শনিবার কলকাতা বিমানবন্দর থেকে ইমিরেটস ফ্লাইট AK 573-এ থেকে দুবাই রওনা দেওয়ার কথা ছিল রাত ৮.২০ মিনিটের ফ্লাইটে, যা দুবাই পৌঁছত রাত ১২.১৫ মিনিটে। সেখান থেকে রাত ২.৫০ মিনিটের বিমানে করে স্থানীয় সময় সকাল ৬.৪০টা মিনিট নাগাদ গ্যাটউইক বিমানবন্দরে পৌঁছে তারপর সেখান থেকে গাড়িতে গন্তব্য লন্ডনের তাজ জেমস কোর্ট হোটেলে পৌঁছোনোর কথা ছিল মুখ্যমন্ত্রীর। কিন্তু সেই যাত্রাসূচি পরিবর্তন করা হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে খবর। জানা গেছে, সোমবার মুখ্যমন্ত্রী কলকাতা থেকে রওনা দেবেন। দুবাই হয়ে পৌঁছবেন লন্ডন। ২৫, ২৬ এবং ২৭ মার্চ পরপর তিনদিন লন্ডনে নানা অনুষ্ঠান রয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বাণিজ্য বৈঠক, অক্সফোর্ডের কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে ভাষণ দেওয়া ছাড়াও ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গেও একটি বৈঠক করার কথা তাঁর। পূর্বসূচি অনুযায়ী, কর্মসূচি শেষ হলে ২৮ তারিখ লন্ডন থেকে কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেবেন তিনি।

এদিকে কলকাতা বিমানবন্দর সূত্রে খবর, হিথরোগামী উপসাগরীয় ক্যারিয়ারের দু'টি বিমানের ২৫ জনেরও বেশি যাত্রী বিমানে উঠতে পারেননি। এই যাত্রীদের প্রথমে উপসাগরের একটি কেন্দ্রে পৌঁছানোর কথা ছিল এবং তারপরে হিথরোগামী সংযোগকারী ফ্লাইট ধরার কথা ছিল। কিন্তু হিথরো বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাঁদের অনেকেই কলকাতা থেকে বিমানে উঠতে পারেননি। বাকিদের গ্যাটউইক ও বার্মিংহামের মতো বিমানবন্দরে রিবুক করা হয়েছে। যারা এখন কলকাতায় আটকে রয়েছেন, তাদের পরবর্তী সময়ে রিবুক করা হয়েছে।

কলকাতা থেকে দোহা হয়ে তাড়াতাড়ি উড়ান ধরার বেশ কয়েকজন যাত্রী সেখানে আটকে পড়েন। বিকেলে দোহা বিমানবন্দরে তাদেরই একজন বলেন, 'আমি আটকে আছি এবং জানি না কখন লন্ডনগামী ফ্লাইট ধরতে পারব।

কাতার এয়ারওয়েজ এলএইচআর বিমানবন্দরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে। এতে যেসব যাত্রীরা ক্ষতিগ্রস্ত আমাদের কাস্টমার কেয়ার এবং এয়ারপোর্ট টিম তাদের দেখভাল করবে।

কাতার এয়ারওয়েজ শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত দোহা থেকে হিথরোগামী পাঁচটি ফ্লাইট বাতিল করেছে।

দুবাই থেকে লন্ডনগামী যাত্রীদের বহনকারী এমিরেটসও একটি সতর্কতা জারি করেছে। এমিরেটস যাত্রীদের তাদের ফ্লাইটের অবস্থা পরীক্ষা করতে এবং ব্রিটেনের অন্যান্য বিমানবন্দরে পুনরায় বুকিং বা পুনঃনির্ধারণে সহায়তার জন্য সরাসরি তাদের ট্র্যাভেল এজেন্ট বা এমিরেটসের সাথে যোগাযোগ করার পরামর্শ দিচ্ছে। লন্ডন হিথ্রোগামী ফ্লাইটের যাত্রীদের পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ভ্রমণের জন্য গ্রহণ করা হবে না। দুবাই থেকে হিথরোগামী ছয়টি ফ্লাইট বাতিল করেছে এমিরেটস।

ট্যুর অপারেটররা জানিয়েছেন, কলকাতা থেকে লন্ডনগামী বেশিরভাগ যাত্রী দুবাই, দোহা এবং আবুধাবিতে যাত্রাবিরতি সহ এমিরেটস, কাতার এবং ইতিহাদ ফ্লাইটে যাত্রাবিরতি করেন। কেউ কেউ দিল্লি হয়ে যাতায়াত করেন। তিনি বলেন, কলকাতা থেকে প্রতিদিন গড়ে ১০০ জন যাত্রী লন্ডনে যাতায়াত করেন।

পূর্বাঞ্চলের প্রতিনিধিত্বকারী ট্র্যাভেল এজেন্টস ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার জাতীয় কমিটির সদস্য অনিল পাঞ্জাবি বলেছেন, আমরা হিথরোর পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের ক্লায়েন্টদের আপডেট করছি। আজ শনিবার থেকে আবার বিমান চলাচল স্বাভাবিক হবে।

দিল্লি দাঙ্গা: খুনের ঘটনায় ১১ জন মুসলিমকে বেকসুর খালাস কোর্টের

আপনজন ডেস্ক: দিল্লির একটি আদালত ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে দিল্লি দাঙ্গার সময় একজন অটো চালক হত্যার ঘটনায় অভিযুক্ত ১১ জনকে মুক্তি দিয়েছে। আদালত বলেছে এই অপরাধে তাদের কোনও ভূমিকা ছিল না এবং তারা আসলে "নির্যাতিতার প্রতি সহানুভূতিশীল" ছিল।

অতিরিক্ত দায়রা বিচারক পুলস্ত্য প্রমাচালা ১৮ মার্চ জারি করা এক আদেশে প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য এবং ঘটনার ভিডিওর ভিত্তিতে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ করেছেন। বিচারক বলেন, প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য এবং ঘটনার ভিডিও দেখে বোঝা যাচ্ছে যে মুসলিম সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের ভিড়ের কোনও ভূমিকা ছিল না নির্যাতিতা বাব্বুকে মারধরের ক্ষেত্রে। বরং তারা এই নির্যাতিতার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। আদালত অবশ্য অন্য সম্প্রদায়ের আট জনের বিরুদ্ধে হত্যা ও অন্যান্য অপরাধের অভিযোগ গঠনের নির্দেশ দিয়ে বলেছে যে তারা আহত ভিকটিমকে মারধর করে রাস্তায় ফেলে রেখেছিল, যার পরে "প্রতিপক্ষ জনতা, যাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল তারা সেই ছেলেটির কাছে এসেছিল" এবং সম্ভবত তাকে ঘটনাস্থল থেকে নিয়ে গিয়েছিল। বিচারক বলেন, "ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার কারণে প্রতিদ্বন্দ্বী জনতার উপর হামলা অবশ্যই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার পক্ষে ক্ষতিকারক কাজ এবং বাব্বুর উপর হামলা এই ধরনের কাজের অংশ ছিল। বিচারক আরও বলেন, মুসলিম সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের ভিড়ের মধ্যে বাব্বু নামে নির্যাতিত আক্রমণের লক্ষ্য বস্তু হয়ে উঠতে পারে, কি তা পরিকল্পিত বলা যেতে পারে না।

২০২০ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি উত্তর-পূর্ব দিল্লির খাজুরি চক এলাকায় পাথর ছোড়ার সময় বাব্বু মারাত্মকভাবে আহত হন এবং পরে তিনি মারা যান।

দিল্লির আদালত রিজওয়ান, ইসরার, তৈয়ব, ইকবাল, জুবের, মারুফ, শামিম, আদিল, সাহাবুদ্দিন, ফরমান ও ইমরানকে বেকসুর খালা করে দেয়। তবে রাহুল, সন্দীপ, হরজিৎ সিং, কুলদীপ, ভরত ভূষণ, ধর্মেন্দ্র, শচীন গুপ্তা ও শচীন রাস্তোগির বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা হয়েছে। বিচারক পর্যবেক্ষণ করেছেন যে যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়েছিল তারা ভুক্তভোগীকে এত খারাপভাবে লাঞ্ছিত করেছিল যে এটি তার মৃত্যুর দিকে পরিচালিত করেছিল।আদেশে বলা হয়, এই জনতার লোকজন 'ডান্ডা' দিয়ে সজ্জিত ছিল এবং তারা পাথরও ছুঁড়ছিল। তাদের তৎপরতায় স্পষ্ট উদ্দেশ্যে ছিল, প্রতিদ্বন্দ্বী জনতা বা সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের উপর দাঙ্গা এবং আক্রমণে লিপ্ত হওয়া। এই উন্মত্ত জনতা বাব্বুকে লাঞ্ছিত করেছিল, যা সাধারণত স্বাভাবিকভাবেই ঘটেই থাকে। তাদের জানা মতে কোনও ছেলের মাথায় 'ডান্ডা' দিয়ে আঘাত করা এবং নির্দয়ভাবে মারধর করার ফলে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে।

মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম কৃষ্ণনাথ বিশ্ববিদ্যালয় করার দাবি উঠল বিধানসভায়

নানা প্রতিক্রিয়া 'নবাব'দের জেলার রাজনীতিক ও বিশিষ্টজনদের

দেশজুড়ে বিজেপি সরকারের আমলে সংখ্যালঘু-নামাঙ্কিত নাম পরিবর্তনের প্রবণতার মধ্যেই এবার মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম বদলের প্রস্তাব উঠল রাজ্য বিধানসভায়। গত বুধবার নবগ্রামের বিধায়ক কানাই চন্দ্র মণ্ডল প্রাক্তনীদের দাবির ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে রাজা কৃষ্ণনাথের নাম যুক্ত করার প্রস্তাব দেন বিধানসভায়। তাঁর মতে, 'মুর্শিদাবাদ কৃষ্ণনাথ বিশ্ববিদ্যালয়' হলে কৃষ্ণনাথের অবদান স্বীকৃতি পাবে এবং মানুষের আবেগের প্রতিফলন ঘটবে। যদিও, মুর্শিদাবাদ জেলার বহু মানুষ চান বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বতন্ত্রতা বজায় রেখে 'মুর্শিদাবাদ' নাম অপরিবর্তিত থাকুক। এই বিতর্ক নিয়ে নবাবদের জেলা মুর্শিদাবাদের রাজনীতিক, শিল্পপতি, বিশিষ্টজনেরা কী বলছেন তা তুলে ধরেছেন 'আপনজন' সাংবাদিক আসিফ রনি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণ মুখ্যমন্ত্রী যেটা চান সেটাই হবে

মুর্শিদাবাদ জেলার নবগ্রামের বিধায়ক কানাই চন্দ্র মণ্ডল বিধানসভায় রাজা কৃষ্ণনাথের নাম যুক্ত করার জন্য শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কিন্তু শিক্ষামন্ত্রী তাঁর উত্তর দিয়েছেন। এটা আমাদের বিষয় নয়, যেহেতু চার বছর পূর্বে যখন বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা করা হয় তখন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণ কি হবে চিন্তা ভাবনা করেই করেছেন। এই বিষয়টা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে, তিনি যেটা চান সেটাই হবে।

হুমায়ুন কবির
বিধায়ক ভরতপুর

মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় নামটা খুবই যুক্তিসঙ্গত

জেলার একটি মহল এর আগেও চেষ্টা করেছিল মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করা নিয়ে, এই দাবি নিয়ে তারা হাইকোর্টেও গিয়েছিল কিন্তু ডিভিশন বেঞ্চ এটা খারিজ করে দেয়। এরপর হয়তো অন্যভাবে সে মহল চেষ্টা করছে বিধায়ককে দিয়ে। আমার মনে হয় মুর্শিদাবাদ যেহেতু একটি ঐতিহাসিক জেলা সেদিক দিয়ে মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় নামটা খুবই যুক্তিসঙ্গত। কৃষ্ণনাথ কলেজ যেহেতু ছিল এবং বর্তমানে সেটি অস্তিত্বহীন হয়ে গেছে মুর্শিদাবাদ ইউনিভার্সিটি অ্যাক্টের ফলে। সে ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন একটি ভবনের নাম বা কোন একটি সেক্টরের নাম কৃষ্ণনাথের নামে করা যেতে পারে। তাহলে উভয় দিকটি আমার মনে হয় রক্ষিত হবে। মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় যেমন আছে তেমনি থাকল। তার সাথে কৃষ্ণনাথ কলেজ ছিল তাদেরও স্মৃতিটা যেন থেকে যায়।

ড. মেহেদী হাসান
আরবি বিভাগের কোঅর্ডিনেটর মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় এবং অধ্যাপক, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

যে নামেই হবে হোক কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় হোক

যে নামেই হবে হোক কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় হোক। কোনও জিনিস যেন থেমে না যায়। প্রয়োজনে যত ভালো মানুষ মুর্শিদাবাদে জন্মেছে সবার নাম দেওয়া হোক, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় হোক। নামের জন্য যেন বাধা না হয়।

সাজাহান বিশ্বাস
বিশিষ্ট শিল্পপতি

আরেকটি বিশ্ববিদ্যালয় করে মর্যাদা দেওয়া হোক

আরেকটি বিশ্ববিদ্যালয় করে মর্যাদা দেওয়া হোক। নতুন একটা বিশ্ববিদ্যালয় করলে অসুবিধা কি আছে? মুর্শিদাবাদ যেহেতু মুসলমান অধ্যুষিত জেলা তাই এই কাজের জন্য আলাদা বরাদ্দ হয় সাচার কমিটির রিপোর্টের পর। কংগ্রেসের সরকার মাইনোরিটি ডিস্ট্রিক ডেভেলপমেন্ট একটা ফান্ড দেয়। একটা কেন আমি তো চাই মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় হোক, তার জন্য আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটিকে নিয়ে এসেছিলাম, সেটাও তো কিছু করলো না এই সরকার। ভোটের আগে নানা রকমের প্রস্তাব হবে, একে খুশি করব না তাকে খুশি করব। কিন্তু মুর্শিদাবাদের শিক্ষার হার কি আছে? মুর্শিদাবাদের কলেজ গুলোতে কি পড়াশোনা হয়?

অধীর চৌধুরী
প্রাক্তন সাংসদ বহরমপুর

নবাব সিরাজউদ্দৌলার নামে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় হোক

মুর্শিদাবাদ ইউনিভার্সিটি মুর্শিদাবাদের গৌরবময় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও শিক্ষার প্রতীক। নাম পরিবর্তনের চেষ্টা ঐতিহাসিক মূল্যবোধকে ক্ষুণ্ণ করবে, যা আমরা মেনে নিতে পারি না। কৃষ্ণনাথ কলেজ রাজা কৃষ্ণনাথের অবদান ও ঐতিহ্য বহন করে আসছে, সেটি অক্ষুণ্ণ থাকা উচিত। কলেজের সঙ্গে ইউনিভার্সিটির নাম যুক্ত করার কোনও মানে হয় না। যদি পরিবর্তন করতেই হয়, তবে নবাব সিরাজউদ্দৌলা ইউনিভার্সিটি নামে স্বতন্ত্রভাবে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হোক, যা মুর্শিদাবাদের আত্মত্যাগ ও গৌরবের যথার্থ স্বীকৃতি হবে।

জানে আলম
রাজ্য পরিষদের সদস্য, অল ইন্ডিয়া আইডিয়াল টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন

কৃষ্ণনাথের সঙ্গে নবাব সিরাজউদ্দৌলার নামও যুক্ত হোক

এ ব্যাপারে কৃষ্ণনাথ কলেজ তো ছিলই, নামটা যদি থাকে এবং তার সঙ্গে নবাব সিরাজউদ্দৌলার নাম জড়িয়ে দেয় আমার মনে হয় ভালো হয়। কারণ নবাব সিরাজদৌলা বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব, তার নামে একটা আলাদা প্রতিষ্ঠান করলে তো ভালই হয়। কিন্তু এটা কেউ অস্বীকার করতে পারছি না কৃষ্ণনাথের নামেই ওই কলেজটা ছিল। কলেজটা যদি উঠে যায় যারা মহৎ উদ্দেশ্যে জমিটা দান করেছিল, সেটার পাশাপাশি কিছু একটা করা উচিত উনার নামটাকে।

আবু তাহের খান *সাংসদ মুর্শিদাবাদ*

মুর্শিদাবাদ নামেই মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হওয়া দরকার

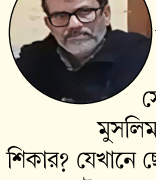

মুর্শিদাবাদে একটা পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন, সেটা এখনো মুর্শিদাবাদে হল না। মুর্শিদাবাদে একটা দয়া দেখানোর মতো একটা ইউনিভার্সিটি করে দেওয়া হল যার কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি যেটা সেটাই নেই, এত বড় একটা জেলা মুর্শিদাবাদ। মুসলিম অধ্যুষিত জেলা বলেই কি মুর্শিদাবাদ এই বঞ্চনার শিকার? যেখানে ছোট ছোট জেলাতেও একটা করে বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে যাচ্ছে। এই বঞ্চনাকে ঢাকবার জন্য কোন রকমে একটা বিশ্ববিদ্যালয় করে দেওয়া হল। মুর্শিদকুলি খাঁকে ভিত্তি করে মুর্শিদাবাদ আজ গোটা বিশ্বে পরিচিত। মুর্শিদাবাদ নামেই মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হওয়া দরকার। এটা নিয়ে কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকা উচিত না। কৃষ্ণনাথ কলেজ একটা আলাদা সেপারেট ইস্যু, সেটাকে পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে কলেজকে কলেজ হিসাবে রেখে মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় আলাদা জায়গায় আলাদা ক্যাম্পাস করবার প্রয়োজন। সেটাও এ রাজ্য সরকার গুলিয়ে দিচ্ছে।

রাহুল চক্রবর্তী
মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পাদক এপিডিআর

মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় নামটাই থাকতে হবে

মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ই থাকতে হবে এর সঙ্গে কোন নাম জড়া যাবে না। দ্বিতীয়ত কৃষ্ণনাথ কলেজ কর্তৃপক্ষ সেই সময় যারা বিশ্ববিদ্যালয়কে জমি হস্তান্তর করে দিয়েছিলেন এই ঘটনার জন্য তারাই মূল দায়ী। কৃষ্ণনাথ কলেজের সম্পত্তি হস্তান্তরিত করার দায়িত্ব কাউকে দেওয়া হয়নি। ১৮৫৩ সালে তৈরি কৃষ্ণনাথ কলেজ কৃষ্ণনাথ কলেজ হিসেবেই থাক এটাই আমরা চাই। নতুন করে মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হোক। পৃথক একটা অস্তিত্ব নিয়ে পৃথক আইডেন্টিটি নিয়ে সেটা তৈরি হোক এবং এবং তার সঙ্গে কৃষ্ণনাথ কলেজের বিল্ডিং ব্যবহার এখন হতে পারে যতক্ষণ পর্যন্ত না নিজস্ব পরিকাঠামো তৈরি হবে। কিন্তু কৃষ্ণনাথ কলেজ আলাদা, মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় আলাদা। তাই মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় নামের সঙ্গে কৃষ্ণনাথ হোক বা অন্য কোন কথা সংযোজন করাটা সমর্থন করি না।

মোহাম্মদ আলী *বিধায়ক, লালগোলা*

বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন লক্ষ্য হোক, নামকরণ নয়

এটা হচ্ছে একটা মীমাংসিত বিষয়, যখন এটা তৈরি হয় তখনই নামকরণ নিয়ে নানা রকমের আলোচনা হয়েছিল। সরকার সহ বিশ্ববিদ্যালয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। সর্বসম্মতি কর্মে সিদ্ধান্ত হয়েছিল মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়। এরপরেও প্রথম থেকে এই নামটাকে পরিবর্তন করার জন্য একটা ছোট অংশ চক্রান্ত করে আসছে। এই দাবি যারা তুলছে তারা মুর্শিদাবাদের উন্নয়ন চাইছে না। মানুষকে ও সরকারকে বিভ্রান্ত করছে। এখন কিভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন হবে সেদিকেই লক্ষ্য রাখা উচিত নামকরণ নিয়ে নয়।

তায়েদুল ইসলাম
রাজ্য সভাপতির মন্ডলীর সদস্য, ওবিসি সংরক্ষণ অধিকার রক্ষা মঞ্চ

বরাদ্দ জমিতেই 'মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়' নাম হোক

মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের নামের সঙ্গে রাজা কৃষ্ণনাথ বা নবাব সিরাজউদ্দৌলার নাম যুক্ত করার মধ্যে কোনো মাহাত্ম্য নেই। আমরা চাই কৃষ্ণনাথ কলেজ যেভাবে চলছে সেভাবেই চলুক, তার ইতিহাস ঐতিহ্য নিয়ে বেঁচে থাক। মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে নতুন জমি বরাদ্দ হয়েছে সেখানে "মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়" নামেই বিশ্ববিদ্যালয় স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গরূপে গড়ে উঠুক। পরিকাঠামো দ্রুত নির্মাণ করা হোক।

জয়নাল আবেদিন *জেলা সভাপতি, এসআইও, দক্ষিণ মুর্শিদাবাদ*

প্রথম নজর

চুরি যাওয়া ফোন ফেরাল হিলির পুলিশ

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: বিভিন্ন সময় চুরি যাওয়া মোবাইল ফোন গুলি উদ্ধার করে তাঁদের প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দেওয়া হয় পুলিশের তরফে। নিজেদের হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফিরে পেয়ে স্বভাবতই খুশি প্রকৃত মালিকেরা। পুলিশের এই তৎপরতায় স্বভাবতই খুশি তাঁরা। জানা গেছে, বিগত বেশ কিছুদিন ধরে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি থানার বিভিন্ন এলাকায় মোবাইল চুরির ঘটনা সামনে আসছিল। হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফিরে পেতে অনেকেই থানায় লিখিতভাবে জানিয়েছিলেন। এরপর এই ঘটনার তদন্তে নামে হিলি থানার পুলিশ। সব মিলিয়ে প্রায় ১০ টি চুরি যাওয়া মোবাইল উদ্ধার করে তা প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দেয়া হয়। আগামী দিনেও এই ধরনের অভিযান চলবে বলেই হিলি থানার পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে। এদিন হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন গুলি তাঁদের প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দেবার সময় থানা চত্বরে উপস্থিত ছিলেন হিলি থানার বিভিন্ন পুলিশ অফিসার।

বিশ্বভারতীর আশ্রম প্রাঙ্গণ খুলে গেল

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বোলপুরবাসী তথা বাইরে থেকে আসা পর্যটকদের জন্য সুখবর ঐতিহ্যবাহিত শান্তিনিকেতন আশ্রম সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হল। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশ্রম প্রাঙ্গণ প্রায় দীর্ঘ ৫ বছর বন্ধ রাখা ছিল কাউকে ভিতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হতো না বাইরে থেকে দেখে পর্যটকদের ঘুরে আসতে হতো। কিন্তু এবার থেকে পর্যটক থেকে শুরু করে সর্বসাধারণ আশ্রম প্রাঙ্গণ ঘুরে দেখতে পারবেন। গত তিনদিন হল বিশ্বভারতীর নবনিযুক্ত উপাচার্য ডঃ প্রবির কুমার ঘোষ নিযুক্ত হয়েছেন স্থায়ী উপাচার্য তিনি জানান ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের মর্যাদা বজায় রেখে পর্যটকদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পর্যটন উন্নয়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের আশ্বাসও দিয়েছেন তিনি।

বৈকুণ্ঠপুরে ধসে গেল নদীপাড়ের রাস্তা

রহমতুল্লাহ ● রঘুনাথগঞ্জ

আপনজন: ধসে পড়ল ভাগীরথী নদী পাড়ের ঢালাই রাস্তা। ফলে বিপাকে পড়েছে রঘুনাথগঞ্জের নতুনগঞ্জ-বৈকন্ঠ পুরের বাসিন্দারা। গ্রামের পাশ দিয়ে গিয়ে রঘুনাথগঞ্জ ও অন্যদিকে বালিয়ায় উঠেছে রাস্তাটি। এই রাস্তা দিয়ে কম দূরত্ব পেরিয়ে রঘুনাথগঞ্জ যাওয়া যায়। এই রাস্তায় বাইক, ছোট গাড়ি, টোটো, অটো যাতায়াত করে, যাত্রী নিয়ে বালিয়া, গাদি, বৈকন্ঠপুর হয়ে জঙ্গিপুর যায় মানুষ। গ্রামবাসীরা জানান ১০০ মিটার রাস্তাটি প্রায়ই ধস নামতো। একাধিকবার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে এই রাস্তাটি মেরামত করা হয় ঢালাই রাস্তার মধ্য দিয়ে। ইদানিং দিন কয়েক আগে থেকেই ঢালাই রাস্তার মধ্যে আবার ফাটল দেখা যায়।

তার মধ্যে বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার দুই দিন বৃষ্টি হওয়ায়। হঠাতই রাস্তার ১০০ মিটার জুড়ে ধস নামে। প্রায় ৩ ফুট মতো বসে যায় ঢালাই রাস্তা। এর ফলে রীতিমতো আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে বৈকন্ঠপুর ভাগীরথী তীরবর্তী এলাকায়। রাস্তার পাশেই রয়েছে শতাধিক ঘরবাড়ি। রাস্তাটিতে যদি আরও ধস নামে তবে নদীর ভাঙনের কবলে পড়বে তারা। আপাতত সেই রাস্তা দিয়ে যানবাহন চলাচল বন্ধ রয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে যানবাহনও যাতায়াত করতে পারছে না। রোজার মাস চলছে এখন। রাস্তার পাশেই রয়েছে একটি স্কুল। রাস্তার বেহাল অবস্থা হওয়ায় স্কুল পড়ুয়ারা স্কুলে যেতে গিয়ে সমস্যায় পড়ছে। তবে এই রাস্তা দ্রুত মেরামতের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

লোকাল ট্রেনের এক টিকিট পরীক্ষকের দুর্নীতি ফাঁস পঞ্চায়েত প্রধানের

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের তৎপরতায় লোকাল ট্রেনের এক টিকিট পরীক্ষকের দূর্নীতি ফাঁস।জানা যায়,বুধবার সকালে বালিগঞ্জ থেকে বজবজ ট্রেনে ওঠেন বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মতিবুর রহমান লস্কর। নুঙ্গি স্টেশন থেকে বজবজ স্টেশনে ঢোকার মুখে ট্রেনের কামরায় টিকিট পরীক্ষার কাজ করছিল বেশ কয়েকজন টিকিট পরীক্ষক। তাদের মধ্যে কমলেশ গায়েন নামে এক টিকিট পরীক্ষক টিকিট বিহীন এক যাত্রীর কাছ থেকে ফাইন বাবদ ৫২০ টাকা নিলেও রশিদে তাকে কার্বনের ওপর ৫২০ টাকা লেখেন কিন্তু নিজের কাউন্টার কপিতে ৫২০ না লিখে ১০০ টাকা লেখেন। আর সরকারি টাকা এভাবে আত্মসাৎ করার এই অপকর্ম ধরে ফেলেন ঐ কামরায় থাকা যাত্রী বহড়ুর পঞ্চায়েত প্রধান। এরপরে সে ও অন্যান্য যাত্রীরা এক হয়ে ঐ টিকিট পরীক্ষককে ধরে ফেলেন।তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ সময় তর্কাতর্কি হলে ও তিনি নিজের দোষ স্বীকার করেন না। অবশেষে তাঁরা ঐ টিকিট পরীক্ষকের নামে বজবজ স্টেশনের আর পি এফের অফিসে অভিযোগ দায়ের করেন। এ ব্যাপারে শুক্রবার বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মতিবুর রহমান লস্কর বলেন,গরীব মানুষদের বিনা টিকিটে চেকিং করে সরকার নিধারিত ফাইন নিলেও সরকারি কোষাগারে তা জমা করছে কম টাকা দেখিয়ে।এইভাবে সরকারের সাথে জনগনের সাথে বেইমানি করছে ঐ টিকিট পরীক্ষক। তাই তাঁর নামে অভিযোগ দায়ের করেছি। আমি চাইবো রেল দফতর উপযুক্ত ব্যবস্থা নিক এই ঘটনার। আর এই সব টিকিট পরীক্ষক থেকে সচেতন হোক সাধারণ মানুষ এটাই চাইব।

পশু প্রেমিককে পিটিয়ে খুনের দায়ে ১০ বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: শুক্রবার এক মামলার অভিনব রায় দিল হাওড়া আদালত।হাওড়া আদালতের ইতিহাসে এই রায় প্রথম বলে অভিমত ওয়াকিবহাল মহলের ।নিয়ম করে পথের কুকুরকে খাবার দিতেন। ফলে বাড়ির সামনে সামান্য ক্যাচার ম্যাচার করত অবলা জীবগুলো। আর পথের সারমেয়কে এইভাবে খাওয়ার দেওয়াই ছিল অপরাধ। তার জেরে পশুপ্রেমিকে পিটিয়ে খুন করার দায়ে দশ বছরের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিল হাওড়া আদালত। এই রায়ের ফলে পশুপ্রেমী সংগঠনগুলি রীতিমতো খুশি।সরকারি আইনজীবী ব্রজেন্দ্র নাথ শাসমল জানান," ২০১৪ সালের ২৫ জুন বাড়ির পাশের রাস্তায় রোজকার মতো পথের কুকুরকে খাবার দিয়েছিলেন হাওড়ার বি গার্ডেন থানা এলাকার দক্ষিণ বাকসাড়ার ঠাকুরপুকুর এলাকার বাসিন্দা বানেশ্বর সাউ(৫৪)।সেই সময়ে প্রতিবেশী শম্ভু বাগ বানেশ্বর বাবুকে গালিগালাজ করে।প্রতিবাদ করলে তাকে পিছন থেকে কাঠের বাটাম জাতীয় কিছু দিয়ে মাথায় মারে। ঘটনাস্থলেই অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়েন বানেশ্বরবাবু।এরপর তাকে হাওড়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষনা করেন।এই মামলায় মোট ১৫ জন সাক্ষ্য দেন।হাওড়ার দ্বিতীয় অতিরিক্ত জেলা জজ সোমেশ প্রসাদ সিনহা অভিযুক্ত শম্ভু বাগকে ৩০৪/১ ধারায় অভিযুক্ত করে দশ বছরের জেল,৫০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে ছয় মাস জেলের আদেশ দেন।এদিকে এই রায়ের পর উচ্ছ্বসিত পশুপ্রেমীরা। পশুপ্রেমী চিত্রক প্রামানিক জানিয়েছেন,"এই রায়ের ফলে অবলা জীবের উপর নির্যাতন কমবে বলে আশা করি। প্রসঙ্গত , উল্লেখ করা যেতে পারে ওই খুনের ঘটনার পর নিহতের বাড়িতে গিয়েছিলেন তৎকালীন তৃণমূলের বিধায়ক এবং পশুপ্রেমী দেবশ্রী রায়।

হাওড়ায় পাইপ লাইনের কাজের জন্য ধস নামায় জল পরিষেবা ব্যাহত: ফিরহাদ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: হাওড়ার বেলগাছিয়া পাইপ লাইন কাজের জন্য ধস নেমেছিল। হাওড়াতে একটা সমস্যা আছে। হাওড়া কর্পোরেশনের প্রশাসককে বলেছি দেখতে। শুক্রবার কলকাতা পৌরসভায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কথা জানান পুরো মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। তিনি বলেন, বেলগাছিয়াতে ১৫ টি জলের গাড়ি পাঠানো হয়েছে। আমরা নগর উন্নয়ন দফতর থেকে হাওড়া পুর সভা থেকে রিপোর্ট চেয়েছি। হাওড়া পুর সভার বোর্ড রয়েছে। কাজের কোনো সমস্যা হয় না। একটা অভিযোগ এসেছে। বেআইনি বাড়ি নিয়ে রিপোর্ট চেয়েছি। সোমবার দেখে তদন্ত করে দেখা হবে। যদি দেখা যায় যে অভিযোগ ঠিক তাহলে ব্যবস্থা হবে। যদি দেখা যায় যে সঠিক তাহলে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এসি'র বিরুদ্ধে। আর যদি ভুল হয়ে তাহলে এসি থেকে ক্ষমা চেয়ে নেব। পুকুর ভরাট হচ্ছে।পুলিশ জানে না এটা হতে পারে না। আগের সিপি বিনীত গোয়াল কে আমি লিখিত জানিয়েছিলাম। যদি ঠিক হয়ে তাহলে ওসি বিরুদ্ধে এফ আর আই করা হবে। জামুড়িয়া নিয়ে তিনি বলেন যে কি করে ৫ লক্ষ্য লক্ষ টাকা নগদ দিতে পারে। তাদের উচিত যে থানা কে অভিযোগ করা। কি করে উত্তর প্রদেশ থেকে একটা লোক ৫ লক্ষ টাকা নিয়ে যায়। ইডি কেন দেখিনি। মাওবাদী কেন হয় মানুষ যখন গরীব হয় বা তাদেরকে ভুল বুজিয়ে তাদের যে জঙ্গি কলাপের যুক্ত করা হচ্ছে। স্থানীয় সমর্থন না থাকলে মাওবাদী তৈরি হতে পারে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কাজ করেছেন বলেই জঙ্গল মহলে মাওবাদী নেই। মানুষেকে বঞ্চনা না করলে কেউ মাওবাদী হবে না। এক্সট্রনিস্ট হবে না। বিভেদকামী রাজনীতি করে লাভ নেই। ও নিজেই জানে কে বাংলা পলিটিক্স এটা চলে না। ৭৭ থেকে নেমে হাফ হয়ে গেছে। পাগল কি না বলে ছাগল কি না খায়। রাষ্ট্রপতি কাছে শাসনের জন্য আবেদন করতে হয়। আইন শৃঙ্খলা সবচে বড় বিষয় পুলিশ সেটা দেখবে। এত আমাদের দলের বিষয়। সেটা দলের মধ্যে আলোচনা হবে। অধীর চৌধুরী নিজে জিততে পারে না হেরে গো হারা আবার তার কথা । অধীর প্রসঙ্গে এভাবেই বলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, হাওড়ায় ধস নেমে পাইপ লাইনে আরও সমস্যা বেড়েছে।প্রায় দেড় দিন হয়ে গেলেও সারানো গেল না হাওড়া পুরসভার আন্ডারগ্রাউন্ড পাইপলাইন। গত পরশু রাতে বেলগাছিয়া ভাগাড়ে দুটি পাইপ লাইনে বড়সড় ফাটল দেখা দেওয়ায় উত্তর হাওড়া এবং শিবপুর বিধানসভার একাংশের বাইশটি ওয়ার্ডে জল সরবরাহ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। গতকাল হাওড়া পুরসভার এবং কেএমডিএ ইঞ্জিনিয়াররা পাইপলাইন মেরামতির কাজ করলেও ফের বড়সড় ধস নামায় পাইপ লাইনে ফাটল দেখা দেয়। এই মুহূর্তে জল সরবরাহ বন্ধ রয়েছে। জানা গেছে ইঞ্জিনিয়াররা ফের মেরামতির চেষ্টা চালাচ্ছেন। কতক্ষণে পাইপলাইনের মেরামত শেষ হবে এ ব্যাপারে পৌরসভার পক্ষ থেকে কোন আশ্বাস দেওয়া হয়নি। এদিকে গরমে জল না পেয়ে প্রচন্ড সমস্যায় পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

হাওড়া পুরসভা এবং কলকাতা পুরসভা থেকে জলের ছোট ছোট গাড়ি আনা হয়েছে। তার মাধ্যমে পানীয় জল সরবরাহের চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় কম হওয়ায় জলের হাহাকার দেখা দিয়েছে। কলকাতা পৌরসভা থেকে ১৫টি জলের গাড়ি আনা হলো হাওড়া ব্রিজ দিয়ে। হাওড়া পুরসভার ৩৬ টি গাড়ি সার্ভারে ব্যবহার করা হচ্ছে। বালি পৌরসভা থেকেও জলের গাড়ি আনা হচ্ছে। এদিন হাওড়া পুর কমিশনার সুজয় চক্রবর্ত্তী জানিয়েছেন,"পরিষেবা স্বাভাবিক হতে আরো তিনদিন সময় লাগবে।এখন দেখার কবে পানীয় জল সরবরাহ স্বাভাবিক হয়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ইফতার সভায় ফিলিস্তিনের জন্য দোয়া

নুরুল ইসলাম খান ● কুলপি

আপনজন: সম্প্রতি দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপির শ্রীনগরে ইফতার ও দোয়ার মজলিস অনুষ্ঠিত হয়। পীরজাদা মাওলানা মোসফেকীন সিদ্দিকীর উদ্যোগে ইফতার মাহফিলে ব্যাপক ভিড় হয়। সহযোগিতায় ছিলেন পীরজাদা মুনতাকিম সিদ্দিকী। মুফতি মুজাহিদ ইসলাম, মুফতি সাজিদুর রহমান, মুফতি আমানুল্লাহ, মাওলানা আবু হোসেন, মাওলানা আবু আনসারী, মাওলানা জিয়াউর রহমান , মাওলানা কালিমুল্লাহ জিহাদী ও মাওলানা আব্দুল্লাহিল মারুফ উপস্থিত ছিলেন। তামাম বিশ্বের মানুষের কল্যাণের জন্য দোয়া করা হয়। বিশেষ করে গাজায় ইসরায়েলের নৃশংস অত্যাচার ও মানব শিশুদের হত্যার বিরুদ্ধে সরব হয়ে শিশুদের জন্য দোয়া চাওয়া হয়।

আইপিএলে স্পেশাল ট্রেন চললে ঈদের আগে নয় কেন? চিঠি রেলকে

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: আইপিএল উপলক্ষে স্পেশাল ট্রেন চালাবে পূর্ব রেল। অথচ পরিযায়ী শ্রমিকদের ভিড় সামাল দিতে ঈদের আগে স্পেশাল ট্রেন চালানোর কোন ঘোষণা শুক্রবার রাত পর্যন্ত করা হয়নি রেলের তরফ থেকে। এই নিয়ে প্রশ্ন তুলে শুক্রবার আবারও রেল দপ্তরকে চিঠি দিয়েছে পরিযায়ী শ্রমিক ঐক্যমঞ্চ।

রেলের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, টিকিট বিক্রির সংখ্যা বেশি হলে বাড়তি ট্রেন দেওয়া হয়। এ বিষয়ে পরিচয় শ্রমিক ঐক্য মঞ্চের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক আসিফ ফারুক বলেন, "দূরদূরান্ত থেকে কলকাতায় এসে হাজির হয়ে সেখান থেকে মুর্শিদাবাদ, মালদা বা নদীয়ার পরিযায়ী শ্রমিকরা লোকাল অথবা প্যাসেঞ্জার ট্রেন ধরে বাড়ি ফেরেন। সেখানে আগাম টিকিট কাটার ব্যবস্থা থাকে না, অসংরক্ষিত আসনে যাত্রা করতে হয়। আইপিএল উপলক্ষে স্পেশাল ট্রেন চালানো হচ্ছে, যেখানে খেলা দেখতে পুঁজিপতি শ্রেণীর মানুষজন

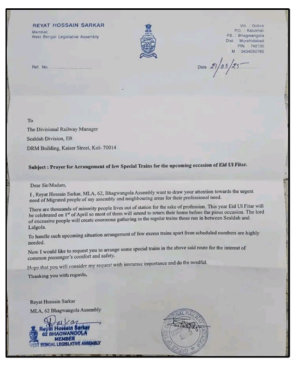

REYAT HOSSAIN SARKAR
Member, West Bengal Legislative Assembly

Vill: Gobra, P.O.: Kalukhali, P.S.: Bhagwangola, Dist.: Murshidabad, PIN: 742135

Ref. No.

Date 21/03/25

To
The Divisional Railway Manager
Sealdah Division, ER
DRM Building, Kaiser Street, Kol- 70014

Subject : Prayer for Arrangement of few Special Trains for the upcoming occasion of Eid Ul Fitar.

Dear Sir/Madam,

I, Reyat Hossain Sarkar, MLA, 62, Bhagwangola Assembly want to draw your attention towards the urgent need of Migrated people of my assembly and neighbouring areas for their professional need.

There are thousands of minority people lives out of station for the sake of profession. This year Eid Ul Fitar will be celebrated on 1st of April so most of them will intend to return their home before the pious occasion. The lord of excessive people will create enormous gathering in the regular trains those run in between Sealdah and Lalgola.

To handle such upcoming situation arrangement of few excess trains apart from scheduled numbers are highly needed.

Now I would like to request you to arrange some special trains in the above said route for the interest of common passenger's comfort and safety.

Hope that you will consider my request with immense importance and do the needful.

Thanking you with regards,

Reyat Hossain Sarkar
MLA, 62 Bhagwangola Assembly

Reyat Hossain Sarkar
62 BHAGWANGOLA
MEMBER
WEST BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY

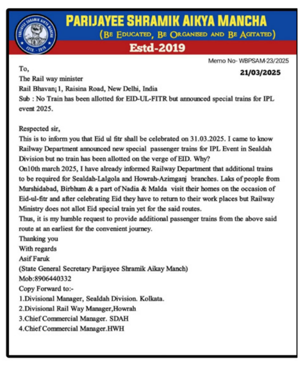

PARIJAYEE SHRAMIK AIKYA MANCHA
(BE EDUCATED, BE ORGANISED AND BE AGITATED)
Estd-2019

Memo No- WBPSAM-23/2025
21/03/2025

To,
The Rail way minister
Rail Bhavan, 1, Raisina Road, New Delhi, India
Sub : No Train has been allotted for EID-UL-FITR but announced special trains for IPL event 2025.

Respected sir,
This is to inform you that Eid ul fitr shall be celebrated on 31.03.2025. I came to know Railway Department announced new special passenger trains for IPL Event in Sealdah Division but no train has been allotted on the verge of EID. Why?
On10th march 2025, I have already informed Railway Department that additional trains to be required for Sealdah-Lalgola and Howrah-Azimganj branches. Laks of people from Murshidabad, Birbhum & a part of Nadia & Malda visit their homes on the occasion of Eid-ul-fitr and after celebrating Eid they have to return to their work places but Railway Ministry does not allot Eid special train yet for the said routes.
Thus, it is my humble request to provide additional passenger trains from the above said route at an earliest for the convenient journey.
Thanking you
With regards
Asif Faruk
(State General Secretary Parijayee Shramik Aikay Manch)
Mob:8906440332
Copy Forward to:-
1.Divisional Manager, Sealdah Division. Kolkata.
2.Divisional Rail Way Manager,Howrah
3.Chief Commercial Manager. SDAH
4.Chief Commercial Manager.HWH

উপস্থিত হয়। কিন্তু খেটে খাওয়া শ্রমিকদের জন্য স্পেশাল ট্রেন চালানোর কোন ঘোষণা করা হয়নি। এই সুযোগে কিছু অসাধু বাস চালক বাড়তি ভাড়া নিয়ে তাঁদের গন্তব্যে পৌঁছে দেয়। তবে কি রেল দপ্তর শুধুমাত্র পুঁজিপতি শ্রেণীর জন্যই?"

প্রসঙ্গত, প্রতিবছরের তুলনায় এ বছর হোলি উপলক্ষে রেল দেড়গুণ বেশি স্পেশাল ট্রেন চালিয়েছে। কিন্তু ঈদ উপলক্ষে শুক্রবার রাত পর্যন্ত কোন স্পেশাল ট্রেনের ঘোষণা করা হয়নি।

অন্যদিকে এদিনই ঈদ উপলক্ষে স্পেশাল ট্রেন চালানোর দাবি জানিয়ে শিয়ালদহ ডিভিশনের ডিআরএমকে চিঠি দেন ভগবানগোলার বিধায়ক রেয়াত হোসেন সরকার। তিনি বলেন, "ঈদে শুধুমাত্র পরিযায়ী শ্রমিকরা বাড়ি ফিরবেন তা নয়, যারা নিত্যযাত্রী তাদেরও অসুবিধা হবে। মাত্রাতিরিক্ত ভিড়ে সবার যাত্রা যাতে ঝুঁকিহীনভাবে হয় তার জন্য রেলের কাছে স্পেশাল ট্রেন চালানোর আবেদন জানিয়েছি।" যদিও এই নিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার দুই বিজেপি বিধায়কের কোন সদুত্তর মেলেনি।

রহস্যজনক নিখোঁজ পরিযায়ী শ্রমিক, চরম উদ্বেগে তার পরিবার

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● রায়গঞ্জ

আপনজন: একটি কালো-সাদা ছবির দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন এক মা। ছবির ছেলেটি হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে, আর সেই হাসির আড়ালে আজ এক গভীর শূন্যতা। মা মোহাম্মদ হায়াত আলির ছবি হাতে নিয়ে কাঁদছেন, কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বলছেন—"আমার ছেলে কোথায়?" উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপখর থানার সোলপাড়া গ্রামের এক সাধারণ যুবক মোহাম্মদ হায়াত আলি, যার বয়স মাত্র ২৩। পিতা মৃত জের মোহাম্মদ, সংসারে অভাব-অনটন থাকলেও সবসময় মায়ের মুখে হাসি ফোটাতে চাইতো সে। দুই মাস আগে পরিবারের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে পাড়ি জমিয়েছিল ব্যাঙ্গালোরে, ত্রিমনিতে কোপপাল এলাকার পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য রান্নার কাজ করতে। সব ঠিকঠাকই চলছিল, কিন্তু ১৬ মার্চ ২০২৫, রবিবার... সেদিনের সকালটা ছিল অন্যরকম। হায়াত বলেছিল, "মা, বাজার থেকে কিছু জিনিস কিনে ফিরব।" এরপরই তার মোবাইল নম্বর বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘ পাঁচ দিন কেটে গেল, এখনো কোনো খোঁজ নেই। কোথায় গেল সে? কারও সাথেই যোগাযোগ নেই, ব্যাঙ্গালোরের সহকর্মীরাও জানে না সে কোথায়!ং মায়ের চোখের জল থামছে না। গ্রামবাসীরা এসে সান্ত্বনা দিচ্ছে, কিন্তু হায়াতের মা শুধু তার ছেলের সন্ধান চান। পিঠে হাত রেখে কেউ বলছে, "উনি ফিরে আসবে, আশা ছাড়বেন না।" কিন্তু আশায় বুক বাঁধা যে কত কঠিন, তা একজন মা-ই বোঝেন। পরিবারের আর্জি, যদি কেউ মোহাম্মদ হায়াত আলির কোনো সন্ধান পান, দয়া করে পরিবারের সাথে যোগাযোগ করুন: 82507 85265 এই নম্বরে। একটি পরিবারের একমাত্র আশার আলো যেন নিভে না যায়, সবাই মিলে তার সন্ধানে এগিয়ে আসুন!

ছেলে ধরা সন্দেহে এলাকা জুড়ে গুজব ও আতঙ্ক বন্ধ করতে বিশেষ বৈঠক সামশেরগঞ্জ ব্লক প্রশাসনের

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন:ছেলে ধরা সন্দেহে এলাকা জুড়ে গুজব এবং আতঙ্ক বন্ধ করতে বিশেষ বৈঠকের আয়োজন করল মুর্শিদাবাদ জেলার সামশেরগঞ্জ ব্লক প্রশাসন।

নিজেদের হাতে আইন তুলে না নিয়ে গণপিটুনির মতো ঘটনা নিয়ে মানুষকে সচেতন করতে এবং প্রশাসনিক সহযোগিতা সহ নানাবিধ বিষয়ে আলোচনা করতেই শুক্রবার সামশেরগঞ্জ থানা সংলগ্ন একটি বেসরকারি লজে এক বিশেষ বৈঠকের আয়োজন করা হয়।

এদিন বৈঠক থেকে ছেলে ধরা সন্দেহে কোনরকম গুজব থেকে বেঁচে থাকতে সতর্কবার্তা দেওয়া হয় সাধারণ মানুষকে। সন্দেহজনক কোন ব্যক্তিকে ঘোরাফেরা করতে দেখলে প্রশাসনকে খবর দেওয়ারও আহ্বান জানানো হয় পুলিশের পক্ষ থেকে। নিজের হাতে আইন তুলে নিয়ে কোনো রকম মারধর করলে পরবর্তীতে সিসিটিভি এবং ভিডিও ফুটেজ দেখে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ারও বার্তা দেওয়া হয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে। তাই কোনরকম গুজবে কান না দিয়ে সকলকে সতর্ক এবং সজাগ থাকার পাশাপাশি প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার বার্তা দেন আধিকারিকরা।

এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ফরাক্কা সাব ডিভিশনের এসডিপিও আমিনুল ইসলাম খাঁন, সামশেরগঞ্জের বিধায়ক আমিরুল ইসলাম, ফরাক্কার বিধায়ক মনিরুল ইসলাম, সামশেরগঞ্জ থানার ওসি শিবোপ্রসাদ ঘোষ, যুগ্ম বিডিও তাপস ঘোষ সহ অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মকর্তারা। এদিন বৈঠকে সামিল হয়েছিলেন ব্লকের বিভিন্ন প্রান্তের আলেম ওলামা, পুরোহিত সহ সব ধর্ম, রাজনৈতিক দল এবং সমাজের বিশিষ্টজনেরা। উল্লেখ করা যেতে পারে, দিন কয়েক থেকেই জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ছেলে ধরা সন্দেহে বিভিন্ন পুরুষ এবং মহিলাদের ব্যাপক মারধর করার অভিযোগ উঠেছে। গণপিটুনির মতো ঘটনাও ঘটেছে একাধিক জায়গায়। যদিও গুজবের জেরে আক্রান্ত হওয়া ব্যক্তিদের উদ্ধার করে নিয়ে থানায় জেরা করে তাদের বেশিরভাগ কেই মানসিক ভারসাম্যহীন বলেই জানতে পেরেছে পুলিশ। পরবর্তীতে তাদের পরিবারের হাতেও তুলে দেওয়া হয়েছে আক্রান্তদের। রঘুনাথগঞ্জের পর সুতি, সামশেরগঞ্জে এমন কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে।

বৃহস্পতিবারই সামশেরগঞ্জের রতনপুরে এক যুবককে ছেলেধরা সন্দেহে পেটানো হয়। ঠিক তারপরেই সন্ধা নাগাদ ফারাক্কার শিবনগর লালমাটি সংলগ্ন এলাকায় আরো একটি এধরনের ঘটনা ঘটে। এদিকে ক্রমশই মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়া ছেলে ধরা গুজব এবং আতঙ্ক রুখতেই তৎপর হয়েছে প্রশাসন। যেকোনো প্রয়োজনে স্থানীয় থানা এবং জরুরী প্রয়োজনে এসডিপিও অফিসে যোগাযোগ করার আহ্বান জানান ফারাক্কার এসডিপিও আমিনুল ইসলাম খান।

হরিহরপাড়ায় কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের শক্তি আরও মজবুত হলো। সাহেবনগর ফুটবল ময়দানে চোয়া অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে শুক্রবার তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন কংগ্রেস ছেড়ে আসা সাহেবনগর গ্রামের ১৬৫টি পরিবার।

তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নমূলক কাজ দেখেই এই পরিবারগুলো কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন।

বিধায়ক নিয়ামত শেখ বলেন "মানুষ উন্নয়ন চায়, শান্তি চায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন দেখে আজ ১৬৫টি পরিবার আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। আমরা সবাইকে স্বাগত জানাই। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্য জিলার রহমান, চোয়া অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি সোহেল রানা খান ওরফে রকি খান, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি

মীর আলমগীর, স্বরুপপুর পঞ্চায়েত প্রধান প্রতিনিধি শাহানুজ্জামান শেখ, সংখ্যালঘু সেলের জেলা সাধারণ সম্পাদক জিন্নাত আলী, ব্লক তৃণমূল সহ-সভাপতি তথা রুকুনপুর অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি শাপিনুল বিশ্বাস, বিহারিয়া অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি জসিম শেখসহ ব্লক ও অঞ্চল তৃণমূল নেতৃত্বরা।এদিন সাহেবনগর গ্রামের যুবকদের উদ্যোগে ইফতার মাহফিলেরও আয়োজন করা হয়, যেখানে গ্রামবাসীদের ভিড় চোখে পড়ার মতো।

নতুন শক্তি নিয়ে এগিয়ে চলার অঙ্গীকার করলো হরিহরপাড়ার তৃণমূল কংগ্রেস। দেখার বিষয়, এই যোগদান ভবিষ্যতে কীভাবে এলাকায় প্রভাব ফেলে।

প্রথম নজর

ভারতীয় গবেষককে ট্রাম্প প্রশাসনের বিতাড়িত করার নির্দেশে স্থগিতাদেশ কোর্টের

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের সমর্থনে কথা বলার অভিযোগ ওঠায় এক গবেষককে আমেরিকা থেকে বিতাড়িত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন। কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত আপাতত স্থগিত করে দিল আমেরিকার এক আদালত।
বৃহস্পতিবার আমেরিকার ইস্টার্ন ডিস্ট্রিক্ট অফ ভার্জিনিয়া কোর্টের বিচারক প্যাট্রিসিয়া টলিভার গাইলস তার তিন অনুচ্ছেদের নির্দেশনামায় জানিয়েছেন, আদালত পরবর্তী নির্দেশ না-দেয়া পর্যন্ত ওই গবেষককে আমেরিকা থেকে বিতাড়িত করা যাবে না।
ওই গবেষকের নাম বদর খান সুরি। ওয়াশিংটনের জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার পাশাপাশি সেখানকার ছাত্রদের পড়াতেন তিনি। সোমবার রাতে ভার্জিনিয়ায় নিজের বাড়ির বাইরে থেকে সুরিকে গ্রেফতার করা হয়।
জানানো হয়, তার ভিসা বাতিল করা হচ্ছে। আমেরিকার হোমল্যান্ড সিকিয়োরিটি দফতর সূত্রে জানা যায়, ওই গবেষক সমাজমাধ্যমে ফিলিস্তিনের সশস্ত্র সংগঠন হামাসের পক্ষে কথা বলেছেন। সুরির বিরুদ্ধে ইহুদি-বিরোধী মন্তব্য করারও অভিযোগ ওঠে। সুরির বিরুদ্ধে মার্কিন অভিবাসন আইনের খুব কম ব্যবহৃত একটি ধারা ব্যবহার করে ট্রাম্প প্রশাসন। এই ধারা অনুযায়ী, যে সব অভিবাসী আমেরিকার জন্য ‘ক্ষতিকর’, তাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করতে পারে বিদেশ দফতর। মার্কিন সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা যায়, সুরির ভিসা প্রত্যাহারে সায় রয়েছে সে দেশের পররাষ্ট্রসচিব মার্কো রুবিওর। সে দেশের বিদেশ দফতরের তরফে যুক্তি দেয়া হয় যে, ওই ভারতীয় গবেষকের কার্যকলাপই তাকে ‘বহিষ্কারের যোগ্য’ করে তুলেছে। তাই শীঘ্রই তাকে দেশে ফেরানোর ব্যবস্থা করা হবে।

তিউনিসিয়ার প্রধানমন্ত্রীকে বরখাস্ত করলেন প্রেসিডেন্ট

আপনজন ডেস্ক: তিউনিসিয়ার প্রেসিডেন্ট কাইস সাইদ প্রধানমন্ত্রী কামেল মাদৌরিকে নিয়োগের এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে বরখাস্ত করেছেন। তার কার্যালয় থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, দেশটির ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক স্থবিরতার প্রেক্ষাপটে এই পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে সাইদ মন্ত্রীদের কর্মক্ষমতার তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, অনেকেই প্রয়োজনীয় মান পূরণ করেননি। তিউনিসিয়ার জনগণের প্রত্যাশা অনেক বেশি। গত মাসে তিনি অর্থমন্ত্রী সিহেম বোঘদিরিকেও বরখাস্ত করেছেন। মাদৌরির স্থলাভিষিক্ত হন পূর্বের গণপূর্তমন্ত্রী সারা জাফরানি জেনজরি। যিনি একজন প্রকৌশলী এবং ২০২১ সাল থেকে সরঞ্জাম ও গৃহায়ন মন্ত্রী। দুই বছরেরও কম সময়ের মধ্যে তিনি তিউনিসিয়ার তৃতীয় প্রধানমন্ত্রী। সাইদ ২০১৯ সালে প্রথমবারের মতো প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

উত্তাল তুরস্ক, চাপে এরদোগান

আপনজন ডেস্ক: তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগানের প্রধান বিরোধী ইস্তানবুলের মেয়র একরেম ইমামোগলুকে গ্রেপ্তারের ঘটনায় বিক্ষোভে উত্তাল দেশটি।
বিক্ষোভের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে ইস্তাম্বুলের সিটি হলের বাইরে টানা দ্বিতীয় দিনের মতো হাজার হাজার বিক্ষোভকারী পথে নেমেছেন।
শুক্রবার (২১ মার্চ) বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিক্ষোভকারীদের হটাতে ইস্তানবুলের পুলিশ টিয়ার গ্যাস এবং রাবার বুলেট ছুড়েছে। বিবিসি বলছে, রিপাবলিকান পিপল’স পার্টির (সিএইচপি) সদস্য ইমামোগলু দেশটির আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে এরদোগানের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী।
গত বুধবার দুর্নীতি ও সন্ত্রাসী কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগের তদন্তের অংশ হিসেবে ইমামোগলুসহ ১০৬জনকে আটক করে দেশটির পুলিশ। এই ঘটনার পর দেশটির পুলিশ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে উসকানিমূলক পোস্টের অভিযোগে আরও কয়েক ডজন লোককে গ্রেপ্তার করেছে।
টানা দ্বিতীয়রাতের বিক্ষোভের প্রতিক্রিয়ায় এরদোগান অভিযোগ করেছেন যে বিক্ষোভকারীরা ‘নাটক’ করছেন। তিনি বলেছেন, বিক্ষোভকারীরা এতটাই ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে যে তারা আমাদের পুলিশকে আক্রমণ করার, বিচারক, প্রসিকিউটরদের হুমকি দেওয়ার মতো অবস্থায় রয়েছে।
এদিকে সিএইচপির নেতা ওজগুর ওজেল বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশে বলেছেন, জনগণের বিক্ষোভ করার অধিকার আছে। সরকার একটি ক্যু’র চেষ্টা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি।
তুরস্কের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলী ইয়েরলিকায়া বৃহস্পতিবার সকালে এক ঘোষণায় বলেছেন, পুলিশ অনলাইন ২৬১টি সন্দেহভাজন অ্যাকাউন্ট ম্যানেজার চিহ্নিত করেছে- যারা হিংসা, বিদ্বেষ ছড়াতে এবং অপরাধ করতে উসকানি দিটে কন্টেন্ট পোস্ট করেছে।
বৃহস্পতিবার ইমামোগলুর এক্সে একটি বার্তা পোস্ট করা হয়। পোস্টে তুরস্ককে জাতি হিসেবে মন্দ কাজের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর আহ্বান জানানো হয়েছে। সেইসঙ্গে দেশটির বিচার বিভাগ এবং এরদোগানের দলের সদস্যদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার আহ্বান জানানো হয়।
ইমামোগলু বলেছেন, সময় এসেছে কথা বলার।
এর আগে বার্তাসংস্থা এপির প্রতিবেদনে বলা হয়, জনপ্রিয় বিরোধী নেতা ইমামোগলু আটকের ঘটনা গণতন্ত্র নিয়ে তুরস্কে উদ্বেগ আরও বাড়িয়ে তুলেছে। এর জেরে ইস্তাম্বুলসহ অন্যান্য শহরে বিক্ষোভ চলছে।
সমালোচকেরা এই দমন-পীড়ন গত বছর স্থানীয় নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দলের উল্লেখযোগ্য পরাজয়ের পর এরদোগানের দুই দশকের বেশি সময় ধরে শাসনকাল দীর্ঘায়িত করার প্রচেষ্টা হিসেবে দেখছেন। তবে নতুন এই বিক্ষোভের ফলে এরদোগান চাপে পড়েছেন বলে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

চিনের সঙ্গে সম্ভাব্য যুদ্ধের গোপন পরিকল্পনা, মাস্ককে জানাচ্ছে পেন্টাগন?

আপনজন ডেস্ক: মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর পেন্টাগন চীনের সঙ্গে যেকোনা গোপন যুদ্ধের পরিকল্পনা নিয়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সহযোগী বিলিয়নিয়ার ইলন মাস্ককে অবহিত করবে। মার্কিন সংবাদমাধ্যম নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। স্থানীয় সময় শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর এই পরিকল্পনা মাস্কের কাছে তুলে ধরা হবে বলে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।
তবে মার্কিন সংবাদমাধ্যম নিউইয়র্ক টাইমসের এই প্রতিবেদন অস্বীকার করেছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। পেন্টাগনের বৈঠক সম্পর্কে গতকাল বৃহস্পতিবার ট্রুথ সোশ্যালের একটি পোস্টে ট্রাম্প বলেছেন, ‘চীনের কথা উল্লেখ বা আলোচনাও করা হবে না।’
পেন্টাগনের প্রধান পিট হেগসেথও প্রতিবেদনটি অস্বীকার করে এক্স-এ একটি পোস্টে বলেছেন, ‘এই বৈঠকটি উদ্ভাবন, দক্ষতা এবং স্মার্ট উৎপাদন সম্পর্কে হবে।’
এদিকে নাম প্রকাশ না করার শর্তে একজন মার্কিন কর্মকর্তা বলেন, ‘মাস্ককে বিষয়টি অবহিত করতে পেন্টাগনের ঊর্ধ্বতন মার্কিন সামরিক কর্মকর্তারা উপস্থিত থাকবেন এবং চীনসহ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হবে।’ নিউ ইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদন অনুসারে, ব্রিফিংয়ে ২০ থেকে ৩০টি স্লাইড থাকবে। যেখানে চীনের সঙ্গে সংঘাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কীভাবে লড়াই করবে তার বর্ণনা করা হবে। সংবাদপত্রটি দুই মার্কিন কর্মকর্তার উদ্ধৃতি দিয়েছে।

নেতানিয়াহু বিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল ইসরায়েল

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা ভূখণ্ডে নতুন যুদ্ধবিরতির ও হামাসের হাতে থাকা জিম্মিদের মুক্তির দাবিতে সড়কে নেমে বিক্ষোভ করেছেন হাজার হাজার ইসরায়েলি নাগরিক।
ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর নেতৃত্বাধীন ডানপন্থী সরকারের বিরুদ্ধেও স্লোগান দিচ্ছেন তারা। বিক্ষোভকারীদের দাবি, নেতানিয়াহু সরকার দেশের গণতন্ত্রকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।
বিক্ষোভ ঘিরে ইসরায়েলের গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। জেরুজালেম ও তেল আবিব থেকে বিক্ষোভরত অন্তত ১২ জন গ্রেফতার হয়েছেন।
আগামী কয়েক দিনে বিক্ষোভ আরও গতি পেতে পারে বলে জানিয়েছেন আয়োজকরা।
ইসরায়েলের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা প্রধান রোনেন বারকে বরখাস্ত করার প্রচেষ্টা ঘিরে বিক্ষোভ শুরু হলেও দুই মাসের ভঙ্গুর যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে গাজায় বিমান হামলা চালানোর পর তা নতুন মাত্রা পায়।
বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, সরকার রাজনৈতিক কারণে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। ৫৯ জিম্মির কথা ভাবছে না। এর মধ্যে ২৪ জন জীবিত বলে মনে করা হচ্ছে।
যুদ্ধবিরতি অব্যাহত রাখতে বিদেশি সরকারগুলোর আহ্বান উপেক্ষা করে সম্প্রতি আকাশ ও স্থলপথে হামলা জোরদার করেছে ইসরায়েলের সশস্ত্র বাহিনী। এর মধ্য দিয়ে গত জানুয়ারিতে কার্যকর হওয়া যুদ্ধবিরতি কার্যত ভেস্তে গেছে। সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার খবরে বলা হয়েছে, গাজায় গত তিন দিনে ইসরায়েলের বর্বরোচিত হামলায় ২০০ শতাধিক শিশুসহ নিহত হয়েছেন প্রায় ৬০০ মানুষ।

ক্রিমিয়াকে ‘অবকাশ যাপন কেন্দ্র’ বানাতে চান ট্রাম্প!

আপনজন ডেস্ক: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রাশিয়ার ক্রিমিয়া উপদ্বীপকে একটি প্রধান ‘আন্তর্জাতিক অবকাশ যাপন কেন্দ্রে’ পরিণত করতে চান। এর বিনিময়ে ট্রাম্প মস্কোর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার কথা বিবেচনা করছেন। পুলিৎজার পুরস্কারপ্রাপ্ত বিশিষ্ট আমেরিকান সাংবাদিক সেমুর হার্শ হোয়াইট হাউসের একজন কর্মকর্তার বরাত দিয়ে এমনটাই জানিয়েছে।
ফিলিস্তিনের গাজা শহরকে ‘মধ্যপ্রাচ্যের রিভিয়েরা’ বানানো নিয়ে ট্রাম্পের পরিকল্পনা যখন বিশ্বব্যাপী ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েছে, তখন ক্রিমিয়া অঞ্চলকে ‘অবকাশ যাপন কেন্দ্র’ বানানোর ধারণার বিষয়টি সামনে এলো। যদিও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো একবাক্যে ওই পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করে আসছে। ট্রাম্প ইউক্রেন সংঘাতের অবসান ঘটাতে রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা চালাচ্ছেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের পরে বিদ্যুৎ বিভ্রাট, লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দর বন্ধ

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাজ্যের হিথ্রো বিমানবন্দর শুক্রবার মধ্যরাত পর্যন্ত বন্ধ রাখা হয়েছে। এর ফলে হাজার হাজার যাত্রী ভোগান্তিতে পড়ছে এবং বিশ্বব্যাপী বিমান চলাচলও ব্যাহত হচ্ছে। ফ্লাইট ট্র্যাকিং ওয়েবসাইট ফ্লাইটরেডার২৪ জানিয়েছে, বিমানবন্দর বন্ধের ফলে কমপক্ষে ১ হাজার ৩৫১টি ফ্লাইট প্রভাবিত হবে। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি ফ্লাইট ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে ইউরোপের অন্যতম ব্যস্ততম এই বিমানবন্দরটিতে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.১৬মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৫৩মি.

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.১৬	৫.৩৮
যোহর	১১.৪৮	
আসর	৪.০৬	
মাগরিব	৫.৫৩	
এশা	৭.০৩	
তাহাজ্জুদ	১১.০৬	

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
২০ বর্ষ, ৭৯ সংখ্যা, ৭ চৈত্র ১৪৩১, ২১ রমজান ১৪৪৬ হিজিরি

'সুখের গ্রীষ্ম'

ফিনল্যান্ডের একটি বহুল প্রচলিত হইল 'হউক ধীরে বা শীঘ্রই, গ্রীষ্ম সকলের জীবনেই আসিবে।' ফিনিশদের বিশ্বাস, জীবনে এমন কিছু ঘটনা ঘটে, যাহা নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা মানুষের হাতে নাই। এমন বিবেচনাপ্রসূত চিন্তা হইতে তাহারা নিজেদের মনের মধ্যে এই বেদবাক্য গাঁথিয়া লইয়াছে যে, 'আমার হাতে যাহা নাই, তাহা লইয়া আমি কেন অস্থির হইব!' ফিনিশরা এই গোপন সূত্রও আত্মস্থ করিয়াছে যে, 'জীবন কখনো দেয়, কখনো কাড়িয়া লয়। আজ আমি ভালো অবস্থানে আছি, অন্য কেহ খারাপ অবস্থানে আছে: কাল হয়তো আমি খারাপ থাকিব, অন্য কেহ ভালো থাকিবে।'

সত্যি বলিতে, ইহাই বাস্তবতা। যেই সকল জাতি ফিনিশদের মতো করিয়া চিন্তা করিতে পারে, তাহারা বেশ সুখ-শান্তি, আরাম-আয়েশেই বসবাস করিতেছে। ডেনমার্ক, আইসল্যান্ড, সুইডেন, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে, মেক্সিকো, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি দেশের নাগরিক ইহার জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত। এই বৎসর ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস প্রতিবেদনেও উঠিয়া আসিয়াছে এই সকল সুখী দেশের নাম। টানা অষ্টম বারের মতো তালিকায় এক নম্বরে নিজের অবস্থান ধরিয়া রাখিয়াছে ফিনল্যান্ড। ইহা অনবদ্য ও ঈর্ষণীয় ব্যাপার বটে। প্রশ্ন হইল, এই সকল দেশের মানুষের হাতে ঠিক কী এমন 'চাবি' রহিয়াছে, যাহা দিয়া তারা সুখের সাগরে অবগাহন করিয়া চলিয়াছে?

প্রকৃতপক্ষে সুখ অন্যকে দেখানোর বিষয় নহে। হেলসিংকিতে বড় বড় প্রতিষ্ঠানের সিইওরা পর্যন্ত যাতায়াত করেন সাদামাটা ভলভো বা ভক্সওয়াগনে। অন্যদিকে, যেই সকল দেশে সুখের দেখা নাই বলিয়া হা-হুতাশ করা হয়, সেইখানকার দৃশ্য কী? সেই সকল দেশের শীর্ষ কর্মকর্তারা কি ফিনিশদের মতো সাদামাটা জীবনযাপনে বিশ্বাসী? সেই সকল দেশের সাধারণ মানুষও কি সাদামাটা জীবনের সংস্কৃতি ধারণ করিতে পারিয়াছে? বরং এই সকল দেশের মানুষ মনেপ্রাণে ধারণ করে অন্যকিছু- 'চাই চাই আরো চাই' এবং ইহাই কি তাহাদের অশান্তি ও বিড়ম্বনার আসল কারণ নহে? এই সকল দেশের মানুষের মধ্যে সংযমের বালাই নাই! ফলে সুখী দেশের মানুষ যেইখানে মনে করেন, বাধাবিপত্তি জীবনেরই অংশ; চলার পথে ধাক্কা আসিবেই এবং তাহা সামলাইবার জন্য মনকে প্রস্তুত রাখিতে পারিলে সুখের দেখা মিলিবে; সেইখানে অসুখী দেশের মানুষ সর্বক্ষণ মনে 'অজানা ভয়' পুষিয়া রাখে! অথচ 'ভয়' এবং 'সুখ' পরস্পর বিপরীতমুখী। এই অবস্থায় সেই সকল অসুখী মানুষকে আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া নিজের 'চোখের দিকে' তাকাইয়া ভয়ের উৎস বা কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে। 'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল'-এই ধরনের দীর্ঘশ্বাস না ছাড়িয়া বরং খুঁজিয়া দেখিতে হইবে, সুখের 'অসুখ' ঠিক কোথায়?

সুখী মানুষের যুক্তি হইল-নিজের কাছে কী নাই, সেই দিকে নজর না দিয়া বরং এখনো কী আছে-তাহা লইয়া ভাবিলে সামনে আগানো সহজ হয়। 'সুখী মানুষ' হওয়ার চাবিকাঠি মূলত ইহাই। অর্থাৎ, ইতিবাচক চিন্তা করিতে শিখিতে হইবে। খারাপ সময়ে বিচলিত না হইয়া বরং নিজের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস রাখিতে হইবে। সুখ কেহ রুপার থালায় সাজাইয়া আপনার সামনে হাজির করিবে না; আপনার জীবনের সুখের দায়িত্ব আপনারই। ইহা প্রাচীন রোমের একটি বহুল প্রচলিত প্রবাদের সারকথা। মূলত এই কারণেই সুখের সংজ্ঞা দিতে গিয়া বিজ্ঞজনেরা বলিয়া থাকেন, 'হ্যাপিনেস ইজ আ স্টেট অব মাইন্ড'- তথা সুখ হইল মনের ব্যাপার।

কবি বলিয়াছেন, 'করো না সুখের আশ, পরো না দুঃখের ফাঁস...'। অথচ সুখ সকল কালে, সকল যুগের মানুষের কাছেই আরাধ্য একটি জিনিস। সম্প্রতি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণায় দাবি করা হইয়াছে, চাহিলেই সুখ খুঁজিয়া পাওয়া সম্ভব। আর এই সুখ ক্যারিয়ার, সফলতা বা অর্থসম্পদের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। বরং সুখে থাকিবার জন্য দরকার 'মানুষ', দরকার 'সামাজিক সুস্থতা'। সুতরাং, সুখী হইতে চাইবার পূর্বে আমাদের ভাবিতে হইবে, আমাদের 'সেই মানুষ' আছে কি না এবং আমাদের সমাজই-বা কতটা 'সুস্থ'।

•••••••••••••

আমরা গাজাবাসী, নিজেদের আর কত মিথ্যা বলব

আমরা গাজার মানুষ বারবার হুমকির মুখে পড়েছি। আমরা আমাদের 'সাফ' করে দেওয়ার হুমকি শুনেছি; গণহত্যার হুমকি শুনেছি। আমাদের ওপর 'জাহান্নাম' নামিয়ে আনার হুমকি শুনেছি। আসলে আমরা তো ইতিমধ্যেই জাহান্নাম পার করেছি। ৭ অক্টোবর ২০২৩ থেকে ১৯ মার্চ ২০২৫–গণহত্যার এই দহনকালে গাজার ২০ লাখ ফিলিস্তিনির মতো আমিও বেঁচে আছি। লিখেছেন কাসেম ওয়ালিদ।

আমরা গাজার মানুষ বারবার হুমকির মুখে পড়েছি। আমরা আমাদের 'সাফ' করে দেওয়ার হুমকি শুনেছি; গণহত্যার হুমকি শুনেছি। আমাদের ওপর 'জাহান্নাম' নামিয়ে আনার হুমকি শুনেছি। আসলে আমরা তো ইতিমধ্যেই জাহান্নাম পার করেছি। ৭ অক্টোবর ২০২৩ থেকে ১৯ মার্চ ২০২৫–গণহত্যার এই দহনকালে গাজার ২০ লাখ ফিলিস্তিনির মতো আমিও বেঁচে আছি।

সত্যি বলতে, আমি বেঁচে আছি জীবনকে আঁকড়ে ধরে নয়, বরং 'লাইফ' (জীবন) শব্দ থেকে 'এফ' ফেলে দিয়ে 'লাই' (মিথ্যা) ধরে রেখে বেঁচে আছি। যত বেশি নিজেকে মিথ্যা বলেছি, ততই আমার নাজুক অস্তিত্ব টিকেছে। প্রথম মিথ্যাটার কথা এখনো মনে পড়ে। সেটা গণহত্যারও অনেক আগের কথা।

২০০৮-০৯ সালে ইসরায়েলের গাজা আক্রমণের পর নিজেকে বলেছিলাম, 'আর কখনো এমন যুদ্ধ দেখব না।' সেটি একেবারেই শিশুসুলভ মিথ্যা ছিল। এরপর ২০১২ সালেও যুদ্ধ দেখলাম। ২০১৪ সালে দেখলাম। ২০২১ সালে দেখলাম। এমনকি ২০২৩ সালের মে মাসেও।

২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর সন্ধ্যায় যখন ইসরায়েলি যুদ্ধবিমানগুলো গাজার ওপর নির্বিচার বোমাবর্ষণ শুরু করল; তখন আমার মা ভয়ে কাঁপতে লাগলেন। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। আমি মাকে জড়িয়ে ধরলাম। সেই মুহূর্তে সত্য বলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। সেদিন মাকে আর নিজেকে বললাম, 'এটাই আমাদের করুণ জীবনের শেষ অধ্যায়।' মনে হচ্ছিল, সামনে যা আসছে, তাতে কোনো না কোনোভাবে মরবই। বাঁচার কোনো পথ নেই। মা-ও তা-ই ভেবেছিলেন; তাই কাঁদছিলেন। কিন্তু নিশ্চিত মৃত্যুকে পুরোপুরি মেনে নিয়ে কীভাবে বাঁচা সম্ভব? মানুষ স্বভাবতই বাঁচতে চায়। তাই আবার নিজেকে মিথ্যা বলা শুরু করলাম...

শিগগিরই যখন ১৭ অক্টোবর ইসরায়েল ব্যাপ্টিস্ট হাসপাতালে হামলা করে শত শত মানুষকে হত্যা করে, তখন আমি নিজেকে মিথ্যা বলেছিলাম। আমি নিজেকে বলেছিলাম, গাজার জন্য পৃথিবী উঠে দাঁড়াবে এবং আর কখনো ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান গাজাকে বোমা মারবে না। এটা ছিল একটি স্বল্পস্থায়ী মিথ্যা। এরপর ইসরায়েলের বোমাবর্ষণ তীব্রতর হয়ে উঠেছিল এবং গণহত্যা চালিয়ে যাচ্ছিল।

যখন ইসরায়েল আমাকে ওই বছর ডিসেম্বর মাসে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত করেছিল, আমি নিজেকে বলেছিলাম, কয়েক দিনের মধ্যে আমি ফিরে আসব। ২০২৪ সালের মে মাসে ফিরে আসার পর, আমি নিজেকে বলেছিলাম, এবার আর আমাকে বাস্তুচ্যুত করা হবে না। যখন ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমার সপ্তম বাস্তুচ্যুতি থেকে ফিরে এলাম, তখন ইসরায়েল গাজায় ত্রাণপ্রবাহ কঠোরভাবে সীমিত করে দিয়েছিল। তখন আমি নিজেকে বলেছিলাম, পৃথিবী আমাদের ক্ষুধার্ত হতে দেবে না। কিন্তু তা-ই হলো। কয়েক সপ্তাহ, আমি এবং আমার পরিবার প্রায় না খেয়ে বেঁচে ছিলাম। আল-মাওয়াসিতে বাস্তুচ্যুত অবস্থায় কিছু রুটি, জাআতার এবং টুনা মাছের কিছু ক্যান সঞ্চয় করেছিলাম, তা একটু একটু করে খেয়ে কোনোমতে বেঁচে ছিলাম। কিন্তু ইসরায়েলের সঙ্গে অস্ত্রবিরতির প্রথম পর্ব কার্যকর হওয়ার পর আমি নিজেকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট মিথ্যা বলেছিলাম। বলেছিলাম, 'এটাই শেষ, যুদ্ধের গণহত্যার অংশ শেষ হয়েছে। কারণ, ইসরায়েল আর কী করতে পারে, যা তারা আগে করেনি? আমরা তো সব ধরনের যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে গেছি!' কিন্তু ভেতরে-ভেতরে জানতাম, আমি নিজের কাছে মিথ্যা বলছিলাম।

আমি জানতাম, গাজার অনেক মানুষের মতো, এটা শুধু সময় এবং উপায়ের ব্যাপার ছিল যে ইসরায়েল আবার কখন ও কীভাবে গণহত্যা শুরু করবে।

এতটুকু সময়ের মধ্যে একটি সংকেত মিলেছিল যে আবার হামলা আসছে। পবিত্র রমজানের শুরু হওয়ার পরপরই ইসরায়েল সব সাহায্যপ্রবাহ বন্ধ করে দেয়। এটি আরেকটি খাদ্যসংকট সৃষ্টি করে। দুই সপ্তাহ পর, সাহ্‌রির ডাকের বদলে আমরা প্রচণ্ড বোমাবর্ষণের শব্দে জেগে উঠলাম। ওই বোমায় ৪০০ জনের বেশি মানুষ মরেছে। এর মধ্যে অন্তত ১০০টি শিশু ছিল।

ইসরায়েল তাদের 'সম্পূর্ণ' বিজয় অর্জন করতে আর কত শিশুকে হত্যা করবে? এ দফায় তাদের 'কাজ শেষ করতে' কত সময় লাগবে? আমাদের আর কতটা ভীতি ও দুর্দশা সহ্য করতে হবে? আর এবার এই হামলা কীভাবে শেষ হবে?

ইসরায়েলের গণহত্যামূলক যুদ্ধের ১৫ মাস পার হওয়ার পরও আমি এ প্রশ্নগুলোর কোনো উত্তর জানি না। কারণ, একের পর এক তাদের পাশবিকতা দিয়ে ইসরায়েল আমাকে চমকে দিতে থাকে।

এখনো আমি বলে যাচ্ছি, এগুলো কী? এটি কি গণহত্যার চূড়ান্ত পর্যায়? আক্রমণ চালিয়ে যাওয়া, সব সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া এবং পানি ও বিদ্যুতের লাইন কেটে দেওয়া কি চলতেই থাকবে? আমার ভয়, ইসরায়েল নৃশংসতার পথে আরও বহুদূর যাবে।

ইসরায়েলি সরকার বলছে, যতক্ষণ না তারা তাদের বন্দীদের ফিরে পায়, ততক্ষণ এই আক্রমণগুলো চলবে। যদি এটা সত্যি হয়, তবে যুদ্ধবিরতির কী দরকার ছিল? এটা কি হত্যাকারীদের কিছু সময়ের 'বিশ্রাম' ছিল?

এদিকে পৃথিবী আবারও শুধু নিন্দা জানাচ্ছে, কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না। এটি আমাদের বহুবার ব্যর্থ করেছে। আমরা এতবার ব্যর্থ হয়েছি যে আমি গণনা করা ছেড়ে দিয়েছি।

আমি যুদ্ধের মধ্যে বড় হয়েছি এবং ১৫ মাসের গণহত্যার মধ্যেও বেঁচে থেকেছি। তবু আমি আশ্চর্য হচ্ছি, এত বড় যন্ত্রণার পরও আমি ভয় থেকে বাঁচার কোনো প্রতিরোধব্যবস্থা তৈরি করতে পারিনি। আমি এখনো সামনের দিন নিয়ে ভয় পাচ্ছি।

আমি আবার মৃত্যুর মুখোমুখি হচ্ছি। কিন্তু এবার আমি নিজেকে সত্য বলতে চাই। আমি বলতে চাই, ইসরায়েল আমার ওপর যে জীবন চাপিয়ে দিয়েছে, আমি তার চেয়ে ভালো জীবন পাওয়ার যোগ্য। আমি আর নিজেকে মিথ্যা বলতে চাই না, আমি বাঁচতে চাই।

কাসেম ওয়ালিদ গাজাভিত্তিক ফিলিস্তিনি পদার্থবিদ ও লেখক।
আল-জাজিরা থেকে নেওয়া ইংরেজির অনুবাদ

ভারতের কৃষক আন্দোলন

বুলডোজার দিয়ে কৃষকদের তাঁবু গুঁড়িয়ে দিল পুলিশ

এ সময় কয়েক শ কৃষককে গ্রেপ্তার করা হয়। ফসলের ন্যায্যমূল্যের দাবিতে এক বছরের বেশি সময় ধরে কৃষকেরা আন্দোলন করে আসছেন।

সংবাদ সংস্থা

ভারতের পাঞ্জাব রাজ্যে আন্দোলনরত কৃষকদের অস্থায়ী তাঁবু বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়েছে পুলিশ। এ সময় কয়েক শ কৃষককে গ্রেপ্তার করা হয়। ফসলের ন্যায্যমূল্যের দাবিতে এক বছরের বেশি সময় ধরে এই কৃষকেরা আন্দোলন করে আসছিলেন।

পার্শ্ববর্তী হরিয়ানা রাজ্যের সীমানার কাছাকাছি এলাকায় পাঞ্জাবের কৃষকেরা গত বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে তাঁবু খাঁটিয়ে অবস্থান কর্মসূচি পালন করে আসছিলেন। রাজধানী নয়াদিল্লি অভিমুখে কৃষকদের মার্চ নিরাপত্তা বাহিনী আটকে দিলে তাঁরা এই কর্মসূচি শুরু করেন। ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি), কৃষিঋণ মওকুফ, পেনশনের ব্যবস্থা এবং বিদ্যুতের বিল না বাড়ানোর মতো বেশ কয়েকটি দাবি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কৃষকদের আন্দোলন চলছে।

টেলিভিশনের খবরে দেখা যায়, অবস্থান কর্মসূচির স্থলের তাঁবু ও মঞ্চ গুঁড়িয়ে দিতে বুলডোজার ব্যবহার করছে পুলিশ। এ সময় পুলিশের ঘেরাওয়ের মধ্যে ব্যক্তিগত জিনিসপত্র নিয়ে কৃষকদের বাসের দিকে এগিয়ে যেতে দেখা যায়।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, কয়েক শ কৃষককে আটক করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে কৃষকনেতা জগজিৎ সিংহ দাল্লেওয়াল ও সারওয়ান সিং পান্ধেরও রয়েছেন।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে ভারতীয় কিষাণ ইউনিয়নের মুখপাত্র রাকেশ টিকায়েত বলেন, একদিকে কৃষক সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে সরকার আর অন্যদিকে কৃষকদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে।

পাঞ্জাবের ক্ষমতাসীন আম আদমি পার্টি এই উচ্ছেদ অভিযান অনুমোদন দিয়েছে। যদিও দলটি বলেছে, তারা কৃষকদের দাবির পক্ষে রয়েছে। কৃষকদের দাবিদাওয়া নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা করতে বলেছে পাঞ্জাব সরকার।

কৃষকদের উদ্দেশে পাঞ্জাব আম আদমি পার্টির সহসভাপতি তরুণপ্রীত সিং বলেন, 'আসুন, একসঙ্গে মিলে পাঞ্জাবের স্বার্থ নিশ্চিত করি।' গুরুত্বপূর্ণ সড়ক অবরোধ করে রাখার ফলে রাজ্যের অর্থনীতির ক্ষতি হচ্ছে জানিয়ে তিনি বলেন, 'সড়ক অবরোধ কোনো সমাধান নয়।' জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তা নানক সিং বলেন, বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দিতে কোনো ধরনের শক্তি প্রয়োগ করা হয়নি। কারণ, তাঁরা কোনো ধরনের বাধার মুখে পড়েননি। তিনি আরও দাবি করেন, কৃষকেরা তাঁদের ভালোভাবে সহযোগিতা করেছেন এবং নিজেরাই বাসে গিয়ে বসেন।

উল্লেখ্য, দিল্লির বাইরে অবস্থান গেড়ে কৃষকেরা বছরব্যাপী আন্দোলন চালানোর পর ২০২১ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন সরকার তাঁদের আনা বেশ কয়েকটি কৃষি আইন বদলাতে বাধ্য হয়েছিল।

পাকিস্তান কি সামলাতে পারবে

ওবায়দুল্লাহ বাহির

বিদ্রোহের শিকড় দেখতে না পাওয়া, 'সন্ত্রাসবাদী' লেবেল লাগানো এবং প্রতিবেশী দেশের ওপর দোষ চাপানো কোনো দিনই কার্যকর কৌশল হবে না।

মার্চ ১১ তারিখে, বেলুচিস্তান লিবারেশন আর্মি (বিএলএ) কোয়েটা থেকে পেশোয়ারগামী জাফর এক্সপ্রেস ট্রেনটি ছিনতাই করে। ৩৬ ঘণ্টার অবরোধের পর পাকিস্তানি নিরাপত্তা বাহিনী বিএলএর যোদ্ধাদের হত্যা করে। শতাধিক অপহৃত যাত্রী মুক্তি পান। সরকারের মতে, অপারেশনের সময় কমপক্ষে আটজন সাধারণ মানুষ নিহত হয়েছেন। পাকিস্তানি কর্মকর্তারা একটুও দেরি না করে আফগানিস্তান বা ভারতের ওপর দায় চাপিয়ে একে 'সন্ত্রাসী হামলা' হিসেবে আখ্যা দেন।

এই রকম ঘটনাগুলোকে পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ নিজের দায় এড়িয়ে সোজা সন্ত্রাসবাদ হিসেবে তকমা দিয়ে দেন। এই ঘটনা নতুন কিছু নয়। বেলুচিস্তানে ট্রেন ছিনতাই করবার বিষয়ে কোনো ব্যতিক্রম হয়নি। ট্রেন হাইজ্যাকিংয়ের প্রায় তিন মাস আগে, পাকিস্তানি যুদ্ধবিমান আফগানিস্তানের খোস্ত ও পাকতিকা প্রদেশে বোমা হামলা চালিয়ে অন্তত ৪৬ জনকে হত্যা করে। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে নারী ও শিশু ছিল। অনেক নিহত ব্যক্তি ছিল পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখাওয়া অঞ্চলের শরণার্থী। আফগান সার্বভৌমত্ব এবং আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে পাকিস্তান দাবি করে যে তারা আফগান ভূখণ্ডে অবস্থানরত তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) যোদ্ধাদের টার্গেট করছে। গত দুই বছর ইসলামাবাদ কাবুলকে পাকিস্তানে হামলা চালানো 'সন্ত্রাসী'দের আশ্রয়দাতা হিসেবে অভিযুক্ত করে আসছে।

এই একই যুক্তি যুক্তরাষ্ট্র 'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' চলাকালে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আক্রমণ, অপহরণ, লক্ষ্যভিত্তিক হত্যা ইত্যাদি চালাতে ব্যবহার করেছিল। এই প্রক্রিয়ায়, যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর সব চুক্তি ও নিয়ম-কানুন লঙ্ঘন করেছিল। তারা রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন করেছে, বেসামরিক নাগরিক ও যোদ্ধাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেনি, যুদ্ধবন্দীদের যে অধিকার, তা-ও বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা করেনি। যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী ও গোয়েন্দারা বড় কোনো লক্ষ্য অর্জনের সময় বেসামরিক নাগরিকদের সক্রিয় যোদ্ধা হিসেবে বিবেচনা করত। সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোর আক্রমণে পুরো দেশ এবং সাধারণ জনগণ মূল্য চুকিয়েছে। এখনো তা চুকাচ্ছে।

কারণ, আফগানিস্তান ও ইরাক থেকে নিজেদের সরিয়ে নিলেও, তাদের কার্যকলাপের উত্তরাধিকার এখনো বিদ্যমান।

পাকিস্তান সরকারকে এসব গোষ্ঠীর কথা শুনতে হবে। তাদের সঙ্গে আলোচনার পথ বের করতে হবে। যে সব অঞ্চলে বিএলএ ও টিটিপি সক্রিয়, সেখানে সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা স্বীকার করতে হবে।

আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের ২০ বছরব্যাপী দখলদারত্বের সময় পাকিস্তান আফগান তালিবানকে 'সন্ত্রাসী' হিসেবে দেখেনি। তারা তালিবানদের আশ্রয় এবং সমর্থন অব্যাহত রেখেছিল। কিন্তু আজকাল পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ টিটিপি এবং বিএলএকে 'সন্ত্রাসী' গোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করে। বলে যে আফগান তালিবান সরকার 'সন্ত্রাসবাদের' পৃষ্ঠপোষক।

পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ স্থানীয় বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে রাজনৈতিকভাবে যুক্তিসঙ্গত আলোচনা করার উপযুক্ত বিবেচনা করতে অস্বীকার করে। তাদের দাবি ও অভিযোগ শোনা উচিত, এমনটাও মনে করে না।

যে উপায়ে পাকিস্তান এই গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে মোকাবিলা করবে, তা তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়। তবে সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের কার্যকলাপ থেকে কিছু শিক্ষা নেওয়া উচিত।

যুক্তরাষ্ট্র 'সন্ত্রাসবাদ' শব্দের ব্যাখ্যা এতটাই বিস্তৃত করেছিল যে দেশ-বিদেশের মুসলিমদের সন্দেহের চোখে দেখা হতো। আফগানিস্তানে তারা আল-কায়েদা, তালিবান এবং কখনো কখনো সাধারণ আফগান নাগরিকদের শত্রু হিসেবে দেখত। অভিযুক্ত তালিবান সদস্যদের কারাবন্দী করা এবং তাদের ওপর নির্যাতন চালানোর ফলে তালিবান যোদ্ধাদের উগ্রতাই কেবল বেড়েছে। সহিংসতা হয়েছে আরও তীব্র। আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের বেসামরিক এলাকাগুলোতে নির্বিচারে ড্রোন হামলা চালানো কেবল সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘনই করেনি, বরং অনেক তরুণকে আফগান তালিবান ও টিটিপিতে যোগ দিতে উৎসাহিত করেছে।

তালিবান বহুবার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু কোনো ফল হয়নি। অবশেষে ২০২১ সালে, ২০ বছরের যুদ্ধ ও দখলদারত্বে ক্লান্ত হয়ে যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তান থেকে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। একে কার্যত তাদের পরাজয় মেনে নেওয়া ছাড়া আর কী বলা যায়!

একটি আন্দোলনকে 'সন্ত্রাসবাদী' বলে বাতিল করে দেওয়া সহজ। তখন তা সমাধানের আর কোনো পথও বাকি থাকে না। চলতে থাকে কেবল সহিংসতা। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা দেখায়, এই পথ শেষ পর্যন্ত সফল হয় না।

পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের উচিত যুক্তরাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেওয়া। তারা টিটিপি ও বিএলএর ব্যাপারে অজ্ঞ থাকার ভান করতে পারে না। কারণ, এই গোষ্ঠীগুলো তাদেরই দেশের মানুষ। তাদের স্পষ্ট অভিযোগ ও দাবি আছে।

পাকিস্তান সরকারকে এসব গোষ্ঠীর কথা শুনতে হবে। তাদের সঙ্গে আলোচনার পথ বের করতে হবে। যে সব অঞ্চলে বিএলএ ও টিটিপি সক্রিয়, সেখানে সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা স্বীকার করতে হবে।

পাশাপাশি, আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন বন্ধ করতে হবে। নিজেদের নিরাপত্তা ব্যর্থতার জন্য তালিবান সরকারকে দোষারোপ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

যদি পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী সাম্প্রতিক ইতিহাস থেকে শিক্ষা না নেয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের পথ অনুসরণ করে, তাহলে তাদের ভাগ্যেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে।

ওবায়দুল্লাহ বাহির আমেরিকান ইউনিভার্সিটি ইন আফগানিস্তানের প্রভাষক।
আল জাজিরা থেকে নেওয়া ইংরেজির অনুবাদ

প্রথম নজর

ফিলিস্তিনে গণহত্যার প্রতিবাদে ফরাক্কায় সভা এসডিপিআই-এর

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ফরাক্কা

আপনজন: ফিলিস্তিনে ইসরায়েলের লাগাতার হামলা ও গণহত্যার প্রতিবাদে মুর্শিদাবাদের ফরাক্কায় সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অফ ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে এক বিশাল বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। শুক্রবার রাতে মানুষ একত্রিত হয়ে ইসরায়েলের যুদ্ধ বন্ধ কর” স্লোগানে গর্জে ওঠেন। বিক্ষোভকারীরা ফিলিস্তিনের জনগণের প্রতি সংহতি প্রকাশ করেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কূটনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান। বিক্ষোভ মিছিলটি ফরাক্কার মহাদেবনগর থেকে গাজীনগর হাই মাদ্রাসার সামনে এসে সমাপ্ত হয়। সেখানে এসডিপিআই নেতারা ইসরায়েলের আগ্রাসনের নিন্দা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নীরবতারও তীব্র সমালোচনা করেন।

এসডিপিআই-এর রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ডাঃ কামাল বাসির বলেন, ইসরায়েলের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আমাদের অবস্থান সুস্পষ্ট। প্রতিদিন নিরীহ শিশু, নারী ও বৃদ্ধরা গণহত্যার শিকার হচ্ছেন। আমরা ন্যায়বিচারের দাবিতে লড়াই চালিয়ে যাব।

এসডিপিআই-এর রাজ্য কমিটির সদস্য আব্দুল মান্নান এই প্রসঙ্গে বলেন, আমরা ভারত সরকারের কাছে আহ্বান জানাই, যেন তারা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ফোরামে কঠোর অবস্থান নেয় এবং ফিলিস্তিনের জনগণের পাশে দাঁড়ায়।

জমিয়ত নেতা মাহমুদুল কাসেমীর ইন্তেকাল

জাকির সেখ ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলা জমিয়তের সহ-সম্পাদক, নবগ্রাম ব্লক জমিয়তে উলামার সভাপতি, মাদ্রাসা ইসলামিয়া মাহমুদনগর মুকুন্দপুরের সেক্রেটারি এবং অনন্তপুর আলিয়া মাদ্রাসার বিশিষ্ট শিক্ষক মাওলানা মাহমুদুল হাসান কাসেমী সাহেব (রহ.) বুধবার এক বেসরকারি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি...)। তিনি মুর্শিদাবাদ জেলা জমিয়তে উলামার প্রাক্তন সম্পাদক, প্রখ্যাত আলেম মাওলানা জয়নুল আবেদীন সাহেব (রহ.)-এর জ্যেষ্ঠ সন্তান ছিলেন। তিনি দমদম মাদ্রাসা এবং বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল উলুম দেওবন্দে উচ্চতর ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করেন। পাশাপাশি, তিনি সরকারি কলেজ থেকে বিভিন্ন ডিগ্রি অর্জন করেন। বুধবার জোহরের নামাজের পর কয়েক হাজার ধর্মপ্রাণ মানুষের উপস্থিতিতে তাঁর নামাজে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ইমামতি করেন মুর্শিদাবাদ জেলা জমিয়তে উলামা ও রাবেতা বোর্ডের সভাপতি মাওলানা বদরুল আলম সাহেব। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫২ বছর। তিনি স্ত্রী, দুই কন্যা, দুই পুত্রসহ অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী, ভক্ত ও আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন। তাঁর ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য জমিয়তে উলামার সভাপতি তথা রাজ্যের মন্ত্রী জনাব মাওলানা সিদ্দীকুল্লাহ চৌধুরী সাহেব। শোকবার্তায় তিনি বলেন, মাওলানা মাহমুদুল হাসান কাসেমী (রহ.) ছিলেন হযরত মাওলানা তাহির (রহ.)-এর ছাত্র। এছাড়াও শোক প্রকাশ করেছেন রাজ্য ইমাম সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা নিজামুদ্দিন বিশ্বাস, জেলা জমিয়তের সম্পাদক মুফতি রায়হানুল ইসলাম কাসেমী, ভগবানগোলা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মুফতি নাজমুল হক প্রমুখ।

জামালপুরে ইফতার মজলিশে সম্প্রীতি-বার্তা

জে এ সেখ ● বর্ধমান

আপনজন: নাগরিক জন কল্যাণ সোসাইটি শুক্রবার জামালপুরের নেতাজি ময়দানে পাঁচ হাজার রোজাদার মানুষকে ইফতার করিয়ে তাক লাগিয়ে দিল তারা। এই সংগঠনের সভাপতি মেহমুদ খাঁন যিনি সর্বদাই সাধারণ মানুষের পাশে থেকে মানুষের জন্য কাজ করে যান। এই মাহফিলে তার ডাকে সারা দিয়ে আসেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, জেলা শাসক আয়েশা রানী, এএসপি সায়ক দাস, জামালপুরের বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি, এস বি এস টি সি র চেয়ারম্যান সুভাষ মন্ডল, এসডিও বুদ্ধদেব পান, এস ডি পি ও অভিষেক মন্ডল, তৃণমূলের জেলা যুব সভাপতি রাসবিহারী হালদার, ছাত্র পরিষদের জেলা সভাপতি স্বরাজ ঘোষ, ছাত্রনেতা সেখ সাদ্দাম, জেলা পরিষদের মেন্টর মোহম্মদ ইসমাইল, রাজ্য মুখপাত্র দেবু টুডু, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, বিডিও পার্থ সারথী দে,জামালপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক কৃপাসিন্ধু ঘোষ সহ অন্যান্যরা।

লালবাগে ভাগীরথীর উপর নতুন সেতু তৈরির সমীক্ষা করতে সম্ভাব্য স্থান পরিদর্শনে বিধায়ক, আধিকারিকরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলার পূর্ব ও পশ্চিম পাড়কে যুক্ত করতে ভাগীরথী নদীর উপর একটি নতুন সেতু নির্মাণের দাবি ছিল দীর্ঘদিনের।

পর্যটনের উন্নয়ন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে খোশবাগ-আমানিগঞ্জ সংযোগকারী নতুন সেতুর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে ফের সরব হয়েছে জেলার মানুষ। গত ২০শে জানুয়ারি নবাব বাহাদুর’স ইন্সটিটিউশন ময়দানে প্রশাসনিক সভা শেষে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে এই সংক্রান্ত দাবি তুলে দেন নবগ্রামের বিধায়ক কানাইচন্দ্র মণ্ডল। মুখ্যমন্ত্রী বিধায়ককে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার আশ্বাস দেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে শুক্রবার বিকেলে জেলা পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকরা বিধায়ককে সঙ্গে নিয়ে সম্ভাব্য স্থান পরিদর্শনে আসেন।

এ বিষয়ে পূর্ত দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার মিলন ঘোষ বলেন, “সিএম গ্রিভেন্স সেলের নির্দেশে এলাকা পরিদর্শনে এসেছিলাম। ফিরে গিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগে রিপোর্ট পাঠানো হবে।” উল্লেখ্য, ভাগীরথী নদী মুর্শিদাবাদ জেলাকে দুইভাগে বিভক্ত করেছে। জেলার পর্যটনের দিক থেকে পূর্ব পাড়ে অবস্থিত মুর্শিদাবাদ শহরের হাজারদুয়ারি প্রাসাদ, কাটরা মসজিদ, কাঠগোলা বাগান, মোতিঝিলের মত ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থানগুলি দেখতে প্রচুর পর্যটক আসেন। তবে বেশিরভাগ পর্যটকই যোগাযোগের অসুবিধার কারণে নদীর পশ্চিম পাড়ে যান না। যেখানে রয়েছে নবাব

সিরাজউদ্দৌলার সমাধিস্থল খোশবাগ, কিরীটেশ্বরী মন্দির, ডাহাপাড়া ধাম, সিরাজের প্রাসাদ হীরাঝিল, বড়নগরে রানী ভবানীর চার বাংলা মন্দির সহ একাধিক ঐতিহাসিক স্থান।

ব্রিজ নির্মাণ হলে শুধুমাত্র পর্যটন নয়, জেলার সামগ্রিক যোগাযোগ ব্যবস্থারও উন্নতি হবে। লালবাগ মহকুমার পাঁচটি ব্লকের মধ্যে চারটি ভাগীরথীর পূর্ব পাড়ে হলেও নবগ্রাম ব্লক পশ্চিম পাড়ে। এমনকি মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ ব্লকের দু’টি পঞ্চায়েত নদীর পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত। অন্যদিকে নবগ্রামে রয়েছে সেনাক্যাম্প, যেখান থেকে আপদকালীন পরিস্থিতিতে খুব সহজেই ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে পৌঁছানো সম্ভব হবে। কমবে বহরমপুর শহরের যানজট।

পরিবহনের ক্ষেত্রে বহরমপুর বা জঙ্গিপুর হয়ে ৪০ থেকে ৭০ কিলোমিটার ঘুরে যাওয়ার পরিবর্তে মাত্র কয়েক কিলোমিটারে পলসন্ডা মোড় পৌঁছানো সম্ভব হবে।

প্রয়াত সমাজকর্মী এ আর খান ২০০৭ সালে ভাগীরথী নদীর উপর সেতু নির্মাণের দাবি তোলেন। দীর্ঘ এক দশকেরও বেশি সময় ধরে আন্দোলন চালিয়ে যান তিনি। তাঁর মতে, এই সেতু নির্মাণ হলে জেলার ভৌগোলিক অবস্থার যেমন উন্নতি হবে, তেমনই পর্যটনকে কেন্দ্র করে কর্মসংস্থানের সুযোগও বাড়বে। সেই সময় রাজ্য সরকার তিনবার সেতুটির সম্ভাব্যতা নিয়ে সমীক্ষা করলেও তার বাস্তবায়ন হয়নি। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রকের বিচারে কিরীটেশ্বরী ও বড়নগর দেশের সেরা পর্যটন গ্রাম হিসেবে নির্বাচিত হওয়ায় রোডব্রিজ নির্মাণের দাবি আরও জোরদার হয়েছে। মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ অ্যান্ড কালচারাল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির সম্পাদক স্বপন ভট্টাচার্য বলেন, “আমাদের সংগঠন গত তিন দশক ধরে ভাগীরথীর দুই পাড়কে সংযুক্ত করতে সেতু নির্মাণের দাবি জানিয়ে আসছে। বিধায়কের উদ্যোগে সেই দাবি পূরণ হতে চলেছে।”

বিধায়ক কানাই চন্দ্র মণ্ডল বলেন, “দেশের নিরাপত্তা ও পর্যটনের উন্নতির স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকারেরই এই সেতুটি আগে নির্মাণ করা উচিৎ ছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার উদ্যোগ না নেওয়ায় রাজ্য সরকার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখছে।”

সাম্প্রতিক এই পদক্ষেপে নতুন সেতু নির্মাণের আশা জেগেছে মুর্শিদাবাদ জেলাবাসীর মনে। প্রশাসনের দ্রুত সিদ্ধান্ত এবং কেন্দ্র ও রাজ্যের সমন্বয় হলে বহু প্রতীক্ষিত এই সেতু বাস্তবায়িত হতে পারে, যা পর্যটন শিল্পের পাশাপাশি জেলার সার্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটাবে।

পঞ্চায়েত সমিতি ভবনের সংস্কার ও শেড নির্মাণকে কেন্দ্র করে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: এবার পঞ্চায়েত সমিতি ভবনের সংস্কার ও শেড নির্মাণকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ প্রকাশ্যে। বাঁকুড়া-১ পঞ্চায়েত সমিতির সমিতির সভাপতি নিবেদিতা দুলে ঘোষের বিরুদ্ধেই জেলাশাসকের দ্বারস্থ হলেন তৃণমূলের জেলা কমিটির সদস্য মধুসূদন ডাঙ্গর সহ কয়েক জন। তৃণমূলের বাঁকুড়া জেলা কমিটির সদস্য মধুসূদন ডাঙ্গর সাংবাদিকদের ক্যামেরার সামনে মুখ খুলতে রাজী হননি। তবে জেলাশাসককে দেওয়া অভিযোগপত্রে তিনি দাবি করেছেন ‘মাত্র এক বছর আগে প্রায় আট লক্ষ টাকা ব্যায় করে পঞ্চায়েত সমিতির ভবন সংস্কার করা হয়েছিল।

আর ওই কাজের ঠিকাদার ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির স্বামী। ওই কাজ এতোটাই নিম্নমানের হয় যে বর্ষার জল ছাদে জমা হতে থাকে। এমনকি ওই জল অফিস রুমে পড়তে থাকে। এই অবস্থায় তড়িঘড়ি জগদল্লা-২ গ্রাম

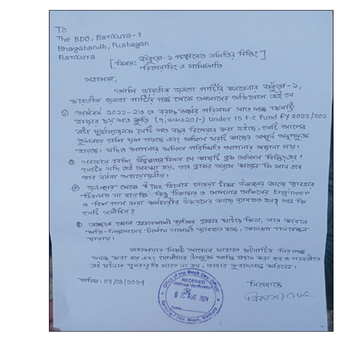
To
The BDO, Bankura-1
Bhagabandh, Puabagan
Bankura

তারিখ: 07/08/2024

পঞ্চায়েতের পূরাণো বাড়ি ভেঙ্গে প্রস্তাবিত ‘ম্যারেজ হলে’র কাজ ‘বাতিল’ করে ফের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নিবেদিতা দুলে ঘোষের স্বামী সুশান্ত ঘোষের কূকীর্তি ঢাকতে ওই কাজ নতুন করে করানো হয় বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

‘বিদ্রোহী’ তৃণমূল নেতা মধুসূদন ডাঙ্গরের বক্তব্যকে সমর্থণ জানিয়েছে বিজেপিও। দলের বাঁকুড়া জেলা কমিটির সদস্য বিকাশ ঘোষ বলেন, ‘তৃণমূল মানেই চোর, চোর মানেই তৃণমূল’। আগে ৮ লক্ষ টাকা খরচ করে সংস্কার হলো, পরে ওই কাজের কূকীর্তি ঢাকতে ১৮ লক্ষ টাকা খরচ করে শেড হলো। জনগণের ট্যাক্সের টাকা নয়ছয় করে তৃণমূল নেতারা কমিশনের মাধ্যমে নিজেদের আখের গোছাচ্ছে বলে তিনি দাবি করেন।

বাঁকুড়া-১ ব্লক তৃণমূল সভাপতি অংশুমান ব্যানার্জীর দাবি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির স্বামী বর্তমানে বাঁকুড়া-১ পঞ্চায়েত সমিতির কোন কাজ করেননি। তবে দলের নেতার অভিযোগের বিষয়টি দলের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। দলকে তিনি জানাবেন ও দল এবিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে বলে তিনি জানান।

বাঁকুড়া-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নিবেদিতা দুলে ঘোষকে এবিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ভিত্তিহীন অভিযোগ, ই-টেণ্ডারের মাধ্যমে স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ হয়। আমি সভাপতির আসনে বসার পর থেকে এখানে আমার স্বামী কাজ করেন না। এমনকি যিনি অভিযোগ করেছেন তিনি এই ধরণের কাজ বিষয়ে ‘অজ্ঞ’ বলেও সভাপতি নিবেদিতা দুলে ঘোষ দাবি করেন।

ডায়মন্ডহারবার হাসপাতালের চেস্ট বিভাগে শুরু ব্রঙ্কোস্কপি

নকিবউদ্দিন গাজী ● ডা. হারবার

আপনজন: ডায়মন্ড হারবার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের চেস্ট বিভাগে ব্রঙ্কোস্কপি পরিষেবার উদ্বোধন করেন ডায়মন্ড হারবার মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল ডঃ উৎপল দাঁ। পাশাপাশি তিনি বলেন, ব্রঙ্কোস্কপি পরিষেবা ডায়মন্ড হারবার মেডিকেল কলেজে চালু হওয়াতে অনেকটাই সুবিধা পাবেন প্রত্যন্ত এলাকার সাধারণ মানুষেরা।

প্রায় ২১ লক্ষ টাকা ব্যয় এই পরিষেবা চালু করা হলো। মূলত এই পরিষেবা হলো বুকের মধ্যে কফ জমে গিয়ে বড় দুর্ঘটনা করতে পারে এটা অত্যাধুনিক মানের যন্ত্রের মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয় এগুলো এই হাসপাতালে ছিল না রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে এবারে এই ডায়মন্ড হারবার মেডিকেল কলেজে এই অত্যাধুনিক মেশিনের মাধ্যমে পরিষেবা দেয়া হবে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত মানুষের। শাসন আলীর মধ্যে যতটা যায় সেখানে মেশিন গিয়ে ঢুকিয়ে ক্যামেরার মাধ্যমে দেখবে সেখানে কোন টিউমার আছে কিনা বা কোন কিছু সমস্যা আছে কিনা যদি থাকে বা যদি কোন টিউমার থাকে তা বায়োসিপ করার জন্য ওখান থেকেই নেওয়া হয়। এবং সেগুলোকে টিভি কিংবা ক্যান্সারের মতন যে মারাত্মক রোগ সেগুলোকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রথম পর্যায়ে ধরা পড়বে। এর ফলে চিকিৎসা দিতে অনেকটাই সুবিধা হবে রোগীকে, কোন শিশুর মুখে খাবারের টুকরো ওই শ্বাসনালীতে ঢুকে গেলে তা এই যন্ত্রের মাধ্যমে পরীক্ষা করে সেটাকে বের করে আনার যাবে এতে প্রাণহানি থেকে অনেকটাই বাঁচা যাবে বলে জানা যায়।

ডায়মন্ড হারবার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রিন্সিপাল ডঃ

সরকারি সম্মতি ছাড়াই বেসরকারি হাসপাতাল চলার অভিযোগ

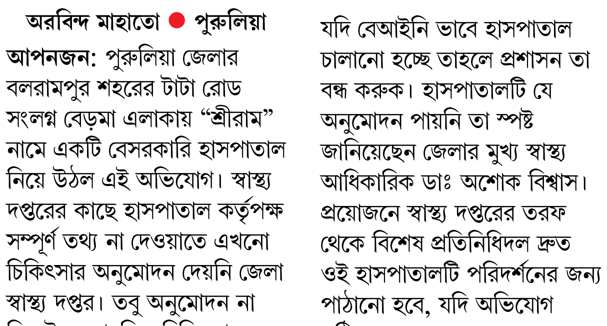

অরবিন্দ মাহাতো ● পুরুলিয়া

আপনজন: পুরুলিয়া জেলার বলরামপুর শহরের টাটা রোড সংলগ্ন বেড়মা এলাকায় “শ্রীরাম” নামে একটি বেসরকারি হাসপাতাল নিয়ে উঠল এই অভিযোগ। স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ তথ্য না দেওয়াতে এখনো চিকিৎসার অনুমোদন দেয়নি জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর। তবু অনুমোদন না নিয়েই অত্যাধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের কাজ চলছে। ঝাঁ চকচকে হাসপাতালের বাইরের বোর্ডে রয়েছে পরিষেবা প্রদানকারী চিকিৎসকদের নাম।রীতিমতো বাইরে থেকে ডাক্তার বাবুরাও এসে এই হাসপাতালের চেম্বারেই বসে রোগীদের পরিষেবা প্রদান করছেন বলে জানালেন স্থানীয়রা। অথচ স্বাস্থ্যকর্মী, নার্স, টেকনিশিয়ান ও চিকিৎসকদের বিস্তারিত কোন তথ্য নেই স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, সরকারি হাসপাতালে ঠিকঠাক পরিষেবা না পেয়ে বাধ্য হয়ে বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়ে উপকৃত হচ্ছেন তারা। অনুমোদন রয়েছে কিনা সেটা তাদের অজানা। যদি বেআইনি ভাবে হাসপাতাল চালানো হচ্ছে তাহলে প্রশাসন তা বন্ধ করুক। হাসপাতালটি যে অনুমোদন পায়নি তা স্পষ্ট জানিয়েছেন জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অশোক বিশ্বাস। প্রয়োজনে স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফ থেকে বিশেষ প্রতিনিধিদল দ্রুত ওই হাসপাতালটি পরিদর্শনের জন্য পাঠানো হবে, যদি অভিযোগ সঠিক হয়, সেক্ষেত্রে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। এদিকে বিষয়টি নিয়ে সোচ্চার হয়েছে স্থানীয় বিরোধী দলের নেতা বিরিঞ্চি কুমারের অভিযোগ, এই অনুমোদনহীন বেসরকারি হাসপাতালটি চলার পেছনে কিছু অসাধু তৃণমূল নেতার মদত রয়েছে। অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি সৌমেন বেলথরিয়া জানান, অনুমোদনের বিষয়টি খতিয়ে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। তবে প্রশ্ন উঠছে জঙ্গলমহল বলরামপুরে কিভাবে অনুমোদন না নিয়ে প্রশাসনের নাকের ডগায় শুরু হলো চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার কাজ।

ফেসবুকে হারিয়ে যাওয়া ভাইকে দেখে কান্নায় ভাসল পরিবার

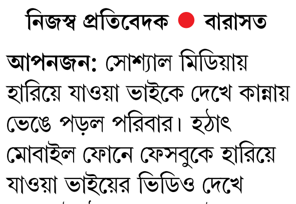

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বারাসত

আপনজন: সোশ্যাল মিডিয়ায় হারিয়ে যাওয়া ভাইকে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়ল পরিবার। হঠাৎ মোবাইল ফোনে ফেসবুকে হারিয়ে যাওয়া ভাইয়ের ভিডিও দেখে চমকে উঠে বোন সহ গোটা পরিবার। ভাইকে ফিরে পেতে আর্জি বোনের। গত ২০১৯ সালে মানিকচকের নুরপুর ব্রাহ্মণ গ্রামের সুলতান খান কাজের জন্য ভিন রাজ্যে যান। তারপরেই হঠাৎ লকডাউন শুরু হয়ে যায় দেশজুড়ে। সেই সময় থেকেই আর খবর মেলেনি তার ভাই এর নিরুদ্দেশ হয়ে যায় সুলতান খান। পরিবার পরিজন দীর্ঘদিন খোঁজাখুঁজির পরেও না মেলায় হাল ছেড়ে দিয়ে ছিলেন। দীর্ঘ ছয় বছর পর ফেসবুকে রিলসে দেখতে পাওয়া যায় সুলতান খানকে। জনৈক কোন ব্যক্তি ফেসবুকে একটি ভিডিওটি পোস্ট করে তাতে দেখা যাচ্ছে একজন ভারসাম্যহীন মানুষ ট্রেনে বসে রয়েছে এবং তাকে খাবার কিনে দিচ্ছে ট্রেনের এক যাত্রী। সেই ভিডিও চোখে পড়ে গত চার দিন আগে সুলতান খানের বোন আউসার বিবির। সূত্র খুঁজে তাকে বাড়ি ফেরানোর চেষ্টা চালাচ্ছে পরিবার পরিজনেরা।

নির্মল গঙ্গা পক্ষ কর্মসূচি উলুবেড়িয়ায়

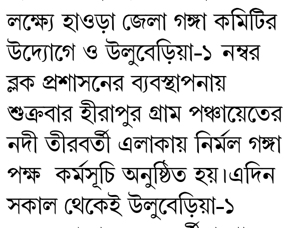

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: গঙ্গাকে দূষণমুক্ত রাখতে এবং পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে হাওড়া জেলা গঙ্গা কমিটির উদ্যোগে ও উলুবেড়িয়া-১ নম্বর ব্লক প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় শুক্রবার হীরাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নদী তীরবর্তী এলাকায় নির্মল গঙ্গা পক্ষ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।এদিন সকাল থেকেই উলুবেড়িয়া-১ ব্লক ও পঞ্চায়েতের কর্মীরা ঝাড়ু হাতে সাফাই অভিযানে অংশ নেন এবং গঙ্গার তীরবর্তী এলাকায় প্লাস্টিক ও বর্জ্য অপসারণ করা হয়। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার লক্ষ্যে নদীর ধারে ৪০টি বৃক্ষরোপণ করা হয়, যা দীর্ঘমেয়াদে সবুজায়নের মাধ্যমে দূষণ নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখবে। কর্মসূচির শেষে উলুবেড়িয়া-১ নম্বর ব্লকের বিডিও এইচ. এম. রিয়াজুল হক-এর উপস্থিতিতে এক সচেতনতামূলক পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।তাতে স্থানীয় বাসিন্দা, পঞ্চায়েত কর্মী, শিক্ষার্থীরা অংশ নেন।

ইফতার সামগ্রী বিলি বাসন্তীর খেড়িয়ায়

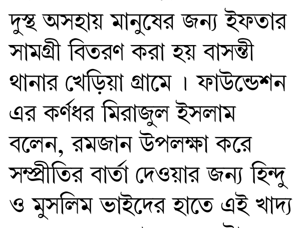

বাবলু প্রামানিক ● বাসন্তী

আপনজন: সুন্দরবন আল ফুরকান ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আজ ৪০০ দুস্থ অসহায় মানুষের জন্য ইফতার সামগ্রী বিতরণ করা হয় বাসন্তী থানার খেড়িয়া গ্রামে । ফাউন্ডেশন এর কর্ণধর মিরাজুল ইসলাম বলেন, রমজান উপলক্ষা করে সম্প্রীতির বার্তা দেওয়ার জন্য হিন্দু ও মুসলিম ভাইদের হাতে এই খাদ্য দব্য তুলে দেওয়া হচ্ছে। এটা মানুষের মুখে খাদ্য সামগ্রিক তুলে দেওয়ার অঙ্গীকার। উপস্থিত ছিলেন দেশ বাঁচাও সামাজিক কমিটির রাজ্য সম্পাদক জনাব হোসেন গাজী, সাইফুল্লা সেখ, ভোলানাথ মন্ডল, জাহাঙ্গীর সরদার, সেলিমপিয়াদা ,নজরুল মোল্লা ,দবীরুদ্দিন লস্কর ,জেহেন আলি মোল্লা, সকিনা মোল্লা, হাসানুর মোল্লা, সেখ রোওফন, নেসারসিদ মোড়ল ,আব্দুল কাদের দেওয়ান, লিয়াকত লস্কর, ইবরাহিম সরদার, আবুল কালাম লস্কর, হাফিজুল সরদার প্রমুখ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

নিবেদিতা সেতুতে দুর্ঘটনা, চার জনের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: শুক্রবার ভোর চারটে নাগাদ নিবেদিতা সেতুতে ঘটলো মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। কাপড় বোঝাই লরির পিছনের চাকা ফেটে বিপত্তি। ব্রিজ থেকে নিচে ছিটকে পড়েন লরির উপরে বসে থাকা ৬ জন কাপড় ব্যবসায়ী। ঘটনাস্থলে চারজনের মৃত্যু হয়েছে বলে বেসরকারি সূত্রের খবর। দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁদের চিকিৎসার জন্য কলকাতায় পাঠানো হয়েছে। লরির ভিতরে থাকা ড্রাইভার সহ তিনজন প্রাণে রক্ষা পান। তাঁরা সামান্য জখম হন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, হাবরা থেকে অঙ্কুরহাটিতে কাপড় নিয়ে যাচ্ছিল লরিটি। নিবেদিতা সেতুর টোল রোডে দুর্ঘটনাটি ঘটে। নিবেদিতা সেতুতে সাময়িক যানজটের সৃষ্টি হয়। ঘটনাস্থলে যায় বালি থানার পুলিশ এবং বালি ট্রাফিক পুলিশ। পুলিশ সকলকে উত্তরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। চারজনের মৃত্যু হয়। লরিটিতে মধ্যে মোট ৯ জন ছিলেন। বাকি ৫ জন আহতের মধ্যে ২ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।

দাওয়াত-ই ইফতার পার্ক সার্কাসে

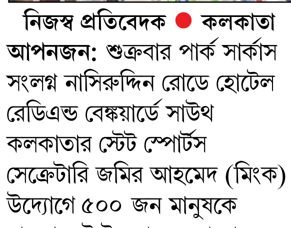

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: শুক্রবার পার্ক সার্কাস সংলগ্ন নাসিরুদ্দিন রোডে হোটেল রেডিএন্ড বেঙ্কয়ার্ডে সাউথ কলকাতার স্টেট স্পোর্টস সেক্রেটারি জমির আহমেদ (মিংক) উদ্যোগে ৫০০ জন মানুষকে দাওয়াত-ই ইফতারের আয়োজন করেন। ৬৪ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস মেহার স্পোর্টিং ক্লাব সহযোগিতায় দাওয়াত-ই ইফতারের মাহফিলের আয়োজন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শারিফ আহমেদ ৬৪ নম্বর ওয়ার্ডের প্রেসিডেন্ট, শাম্মী জাহান ৬৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর, মাইনোরিটি সেলের প্রেসিডেন্ট ফরিদ খান, বিশিষ্ট সাংবাদিক শুভম তিওয়ারি, মোশারফ হোসেন প্রমুখ।

ছবি: আব্দুল আজিম

কিষাণ কংগ্রেস করল ইফতার মজলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: হাওড়া জেলা কিষান কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে জেলা কিষান কংগ্রেসের প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রয়াত শেখ জাহিদুল ইসলামের স্মরণে আমতা বিধানসভার খালনা মোড়ে দোয়া ও ইফতার মজলিশের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন আমতা কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক অসিত মিত্র, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কিষাণ কংগ্রেসের সভাপতি তপন দাস, দুই এ,আই,সি,সি সদস্য তপন আগওয়াল, রণজিৎ মুখার্জী, জেলা কিষান কংগ্রেসের সভাপতি শেখ সফিকুল আলম, কংগ্রেস নেতা আলম দেওয়ান সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। উল্লেখ্য এদিন জেলা কিষান কংগ্রেসের একটি পার্টি অফিস উদ্বোধন করা হয়।

শেষ মুহূর্তে ভিনিসিয়ুস-জাদুতে ব্রাজিলের দারুণ জয়

আপনজন ডেস্ক:
ব্রাজিল ২ : ১ কলম্বিয়া
দারুণ কিছুর আভাস দিয়ে শুরু হওয়া ম্যাচটি তখন হতাশায় শেষ হওয়ার অপেক্ষায়। শুরুতে এগিয়ে যাওয়ার পর ব্রাজিলকেও আর সেভাবে স্বরূপে দেখা গেল না। এর মধ্যে সমতায় ফেরা কলম্বিয়াও পারল না তেমন কিছু করে দেখাতে। ব্রাসিলিয়ার মানে গারিঞ্চা স্টেডিয়ামের দর্শকেরাও যখন হতাশা নিয়ে বাড়ি ফেরার অপেক্ষায়, তখনই জ্বলে উঠলেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। যোগ করা সময়ের শেষ দিকে বক্সের বাইরে থেকে নিলেন দারুণ এক শট। আর তাতেই পয়সা উশুল। ড্রয়ের পথে থাকা ম্যাচটিতে ব্রাজিল পেয়ে যায় ২-১ গোলের দারুণ এক জয়।
২৬ মার্চ আর্জেন্টিনার বিপক্ষে ম্যাচটি সামনে রেখে আজকের খেলাটি ব্রাজিলের জন্য ছিল মহাগুরুত্বপূর্ণ। কলম্বিয়ার বিপক্ষে জিতে আত্মবিশ্বাসের চূড়ায় থেকেই সেই ম্যাচের প্রস্তুতি সারল দরিভাল জুনিয়রের দল। এ জয়ে দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের পয়েন্ট তালিকার দুইয়ে উঠে এল ব্রাজিল।
১৩ ম্যাচে ব্রাজিলের পয়েন্ট এখন ২১। আর ব্রাজিলের কাছে হেরে কলম্বিয়া নেমে গেছে ৬ নম্বরে। ১৩ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ১৯।
ঘরের মাঠে আজ আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলেই শুরু করে ব্রাজিল। ম্যাচের প্রথম মিনিট থেকেই গতিময় ও পাসিং ফুটবলে কলম্বিয়াকে চমকে দেওয়ার চেষ্টা করে তারা। ম্যাচের চতুর্থ মিনিটে সতীর্থের পাস ধরে দারুণভাবে কলম্বিয়ার বক্সে ঢুকে পড়েন ভিনিসিয়ুস। বক্সের ভেতর ভিনিকে থামাতে গিয়ে ফাউল করেন কলম্বিয়ান ডিফেন্ডার দানিয়েল মুনোজ। পেনাল্টির সিদ্ধান্ত দিতে একটুও দেরি করেননি রেফারি। স্পট কিকে গোল করে ব্রাজিলকে এগিয়ে দেন বার্সেলোনা তারকা রাফিনিয়া। এগিয়ে গিয়ে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের কাছে রাখে ব্রাজিল। পাসিং ও গতিতে কলম্বিয়ার রক্ষণে চাপও তৈরি করে তারা। পাশাপাশি এ সময় ব্রাজিল জায়গাও বের করছিল দারুণভাবে। ৯ মিনিটে দ্বিতীয় গোলের কাছাকাছিও পৌঁছে যায় তারা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত গোলটি পাওয়া হয়নি। এদিন প্রথম ২০ মিনিটে খুঁজেই পাওয়া যায়নি কলম্বিয়াকে। এরপর অবশ্য গুছিয়ে নিয়ে কয়েকবার আক্রমণে যায় তারা। শুরুর কয়েকটি আক্রমণ তেমন কার্যকর না হলেও ৪১ মিনিটে ঠিকই গোল আদায় করে নেয় অতিথিরা। দারুণ এক আক্রমণ থেকে ব্রাজিলের ডিফেন্সের প্রতিরোধ ভেঙে দেয় কলম্বিয়া।
অসাধারণ ফিনিশিংয়ে গোল করে দলকে সমতায় ফেরান লিভারপুল তারকা লুইস দিয়াজ।
নিজেদের মাঠে প্রথমার্ধে ব্রাজিলের শুরুটা ভালো হলেও সেটা ধরে রাখতে পারেনি তারা। খেলা যতই এগিয়েছে, ধার হারিয়েছে ব্রাজিল। এ কারণে ভালো না খেলেও শেষ পর্যন্ত সমতা ফিরিয়ে বিরতিতে যেতে পারে কলম্বিয়া।

ধনিয়াখালিতে দিবারাত্রি ব্যাপী আট দলীয় নক আউট ফুটবল প্রতিযোগিতা

সেখ সিরাজ ● হুগলি
আপনজন: বৃহস্পতিবার ধনিয়াখালি ইয়াং অ্যাসোসিয়েশন দ্বারা পরিচালিত হলো এক বিরাট আকর্ষণীয় রাত্রিব্যাপী ফুটবল প্রতিযোগিতা ধনিয়াখালি মহামায়া বিদ্যামন্দির ফুটবল ময়দানে। এই প্রতিযোগিতায় মোট আটটি ফুটবল টিম অংশগ্রহণ করে। এই আটটি টিম হল--ধনিয়াখালি ইউথ ব্রিগেড, কাজল একাদশ পূর্ব বর্ধমান, বেগমপুর সেভেন স্টার ফুটবল টিম, আশীর্বাদ এন্টারপ্রাইজ বালি, এস এস কনস্ট্রাকশন পূর্ব বর্ধমান, নিউ রবীন অটো প্রিন্ট ফুটবল টিম ব্যান্ডেল, অরিণ সেভেন স্টার ফুটবল টিম রানাঘাট, শামীম সেভেন স্টার ফুটবল টিম গুরাপ। খেলার মাঠে কাঠের গ্যালারিতে হাজার হাজার দর্শকের উপস্থিতি ছিল নজর করা। এই টুর্নামেন্টে প্রথম সেমিফাইনালে মুখোমুখি হয় ধনিয়াখালি ইউথ ব্রিগেড এবংবেগমপুর সেভেন স্টার ফুটবল টিম ।
প্রথম সেমিফাইনালে ৪-১ গোলে জয়লাভ করে ফাইনালে ওঠেন ধনিয়াখালি ইউথ ব্রিগেড। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মুখোমুখি হন এসএস কনস্ট্রাকশন ও কাজল একাদশ পূর্ব বর্ধমান। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে এসএস কনস্ট্রাকশন ২-১ গোলে জয়লাভ করেন এবং ফাইনালে উঠেন। ফাইনালে এসএস কনস্ট্রাকশন এবং ধনিয়াখালি ইউথ ব্রিগেড এর মধ্যে হয়। ফাইনালে নির্ধারিত সময়ে এক এক গোল থাকায় ট্রাই বেকার হয়, টাইব্রেকারো ড্র হওয়ায় অবশেষে ধনিয়াখালি ইউথ ব্রিগেড টসে জয়লাভ করে চ্যাম্পিয়ন হয়। চ্যাম্পিয়ন দল পায় নগদ এক লাখ টাকা সহ বিরাট চ্যাম্পিয়ন ট্রফি এবং রানার্স টিম পান নগদ ৭০ হাজার টাকা সহ বিরাট রানার্স ট্রফি। প্লেয়ারয় অফ দা টুর্নামেন্ট পান সোনার চেন এছাড়াও ছিল বিভিন্ন আকর্ষণীয় ব্যক্তিগত এবং দলগত পুরস্কার। এই টুর্নামেন্ট কে কেন্দ্র করে ধনিয়াখালি অঞ্চলে ফুটবলপ্রেমী মানুষদের মধ্যে তুমুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার ঘটেছিল। খেলার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক নৃত্য ও ক্রিয়াকলাপ দর্শকদের নজর কেড়েছিল। উক্ত ক্রীড়া অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দদের উপস্থিতি ছিল নজরকাড়া। বিশেষ অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ধনিয়াখালি বিধানসভার সম্মানীয়া বিধায়ক অসীমা পাত্র মহাশয়া। উপস্থিত ছিলেন কলকাতা ফুটবল জগতের বিশিষ্ট ফুটবলার হিরা মণ্ডল। উপস্থিত ছিলেন ধনিয়াখালি পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি সৌমেন ঘোষ, হুগলি জেলা পরিষদের প্রাক্তন কর্মাধ্যক্ষ মিজানুর রহমান, সমসপুর এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান তথা ক্লাব সভাপতি গোলক দেশমুখ, বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সাহিত্যিক নওশাদ মল্লিক, বিশিষ্ট সমাজসেবী সামসের আলি, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবী সেখ আশিক সহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ। সমগ্র ক্রীড়া অনুষ্ঠানটি সুচারুভাবে পরিচালনা করেন এবং ধারাভাষ্য দেন শিক্ষক সুরজিৎ চ্যাটার্জী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল অতিথিবৃন্দ ভূয়সী প্রশংসা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ক্লাব সভাপতি গোলক দেশমুখ সহ ক্লাবের সকল কর্মকর্তা ও সদস্যদের।

আইপিএল শুরুর আগে নিয়মে বড় পরিবর্তন

আপনজন ডেস্ক: আইপিএলে বলে থুতু ব্যবহারের সুযোগ পেতে যাচ্ছেন বোলাররা। করোনা মহামারির সময় সাময়িকভাবে, পরবর্তী সময়ে এটিকে স্থায়ীভাবেই নিষিদ্ধ করা হয়। এ ছাড়া শিশিরের প্রভাব কমাতে দ্বিতীয় ইনিংসের ১১ ওভার শেষে দ্বিতীয় নতুন বল ব্যবহার করার নতুন নিয়ম চালু হচ্ছে এবারের আইপিএলে।
বৃহস্পতিবার মুম্বাইয়ের ক্রিকেট সেন্টারে অধিনায়ক ও ম্যানেজারদের বৈঠকের সময় নতুন এই নিয়মের কথা জানিয়েছে বিসিসিআই। বিসিসিআই সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে উপস্থিত একটি সূত্র ক্রিকেট বিষয়ক পোর্টাল ক্রিকবাজকে নিয়ম পরিবর্তনের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। ক্রিকেট বিষয়ক আরেক পোর্টাল ইএসপিএনক্রিকইনফোও এই দুটি নিয়ম পরিবর্তনের কথা জানিয়েছে। আইপিএলে রাতের ম্যাচগুলোতে শিশিরের বড় প্রভাব থাকে। সে কারণে অনেক ক্ষেত্রেই টসে জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন অধিনায়কেরা, যা টসে জেতা দলকে বাড়তি সুবিধা দেয়। এই বৈষম্য কমানোর উদ্দেশ্যেই দ্বিতীয় বলের নিয়ম চালু করা হচ্ছে। আর এই নিয়মটির বাস্তবায়ন হতে পারে শুধু দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে।
দ্বিতীয় নতুন বলটি নেওয়া হবে কি না, সেই সিদ্ধান্ত বিসিসিআই আম্পায়ারদের ওপর ছেড়ে দিয়েছে। ক্রিকবাজের প্রতিবেদনে একটি সূত্রের উদ্ধৃতি প্রকাশ করা হয়েছে, 'বল পরিবর্তন করা দরকার কি না, তা আম্পায়াররাই নির্ধারণ করবেন। শিশিরের কতটা আছে, তা দেখে তাঁরা সিদ্ধান্ত নেবেন'।
বলে থুতু ব্যবহারের সিদ্ধান্তটিও হুট করে আসেনি। গত চ্যাম্পিয়নস ট্রফি চলার সময়েও আইসিসির কাছে বলে থুতু ব্যবহারের অনুমতি চেয়ে অনুরোধ জানিয়েছেন ভারতীয় পেসার মোহাম্মদ শামি। বলে থুতু ব্যবহারের সুযোগ না থাকায় বোলাররা রিভার্স সুইং করাতে পারছেন না বলে এমন অনুরোধ করেছিলেন তিনি। শামির এই কথার পক্ষে মত দিয়েছিলেন সাবেক দক্ষিণ আফ্রিকার পেসার ভারনন ফিল্যান্ডার ও নিউজিল্যান্ড পেসার টিম সাউদি। অধিনায়কদের সঙ্গে বিসিসিআইয়ের হওয়া মিটিংয়ে নাকি বেশির ভাগ আইপিএল অধিনায়কও বলে থুতু ব্যবহারের পক্ষেই মত দিয়েছেন বলে জানিয়েছে ইএসপিএনক্রিকইনফো। সাধারণত বল পুরোনো হয়ে গেলে এক পাশ উজ্জ্বল ও শক্ত করে তুলতে থুতু ব্যবহার করতেন ফাস্ট বোলাররা, যা পেসারদের রিভার্স সুইং এনে দিত। কিন্তু ২০২০ সালের মে মাসে করোনা মহামারির মধ্যে চিকিৎসকদের পরামর্শে থুতু ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হলে রিভার্স সুইংও কমে যেতে থাকে। এবারের আইপিএলে থুতু ব্যবহারের অনুমতি কতটা কাজে লাগাতে পারেন বোলাররা, সেটা সময়ই বলবে।

ফিট থেকেও না খেলার অভিযোগ, খাজার মতে একশো শতাংশ ভুল

আপনজন ডেস্ক: অস্ট্রেলিয়ার প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শেফিল্ড শিল্ডে গত সপ্তাহের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে কুইন্সল্যান্ডের হয়ে খেলেননি উসমান খাজা। জাতীয় দলের এই ওপেনার না খেলার কারণ হিসেবে জানিয়েছিলেন, হ্যামস্ট্রিং চোট থেকে পুরোপুরি সেরে ওঠেননি। তবে রাজ্য দলের হয়ে না খেললেও স্ত্রী র‍্যাচেল ম্যাকলেল্লানকে নিয়ে রেসিং প্রতিযোগিতা ফর্মুলা ওয়ান দেখতে ব্রিসবেন থেকে মেলবোর্নে যান খাজা, যা অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট মহলে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।
কুইন্সল্যান্ড ক্রিকেটের মহাব্যবস্থাপক জো ডস তো সরাসরি দাবি করেছেন, দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ড্র হওয়া ম্যাচটিতে খেলার মতো ফিট ছিলেন খাজা। ডস গতকাল বলেন, 'আমাদের চিকিৎসা কর্মীরা সব সময় বলে এসেছে, সে (খাজা) খেলার মতো অবস্থায় আছে। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার চিকিৎসা কর্মীদের কাছ থেকেও একই কথা শুনেছি। যত দূর জানি, তার হ্যামস্ট্রিংয়ে কোনো সমস্যা নেই। সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তার কুইন্সল্যান্ডের হয়ে না খেলার বিষয়টি হতাশার।'
জো ডসের কথার জবাব দিতে স্থানীয় সময় আজ সকালে সংবাদ সম্মেলন ডেকেছেন খাজা। সেখানে ডসের অভিযোগকে 'পুরোপুরি অসত্য' ও '১০০% ভুল' দাবি করেছেন ৩৮ বছর বয়সী এই ওপেনার, 'আমার না খেলা নিয়ে প্রচুর ভুল তথ্য ছড়ানো হয়েছে। আমি যতটা সম্ভব, বিষয়টিকে দৃশ্যপটের আড়ালে রাখার চেষ্টা করেছি। কিন্তু এখন আর নয়।'
খাজা এরপর বলেন, 'জো ডস আরেক দিন কিছু জ্বালাময়ী কথাবার্তা বলেছেন, যা একজন খেলোয়াড় হিসেবে আমার কাছে সত্যিই হতাশাজনক ছিল। তিনি বলেছেন, আমার হ্যামস্ট্রিং চোট সম্পর্কে চিকিৎসা কর্মীদের কোনো ধারণা ছিল না। এটা ১০০% ভুল।'
'আমি দুই ফিজিওর (অস্ট্রেলিয়া জাতীয় দল ও কুইন্সল্যান্ড দল) সঙ্গেই আমার চোটের ব্যাপারে কথা বলেছি। সবাই এ ব্যাপারে জানত। অস্ট্রেলিয়া দলের ফিজিওর সঙ্গে তো আমার সারাক্ষণই কথা হয়'—যোগ করেন অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ৮০ টেস্ট, ৪০ ওয়ানডে ও ৯ টি-টোয়েন্টি খেলা খাজা। ফিট থাকার পরও খেলেননি—ডসের এ ধরনের অভিযোগ তাঁকে খুব কষ্ট দিয়েছে, 'এটা সম্ভবত আমার শোনা সবচেয়ে বেদনাদায়ক কথাগুলোর একটি ছিল। আমি সত্যিই হতাশ হয়েছি; কারণ, এটা সম্পূর্ণ অসত্য।'
সম্মান সম্মেলনে খাজা আরও দাবি করেন, বোর্ডের অনুমতি নিয়েই তিনি ফর্মুলা ওয়ান দেখতে গিয়েছিলেন, 'আমি বাড়িতে বলের ওপর শারীরিক কসরত করি কিংবা ফর্মুলা ওয়ান দেখতে যাই...যেটাই করি না কেন, ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়াকে জানিয়েই করি। আমার বয়স ৩৮ এবং এখনো খেলছি। এটা কোনো কাকতালীয় ঘটনা নয়; কারণ, আমি এখনো আমার শরীরের যত্ন নিই।' খাজা আরও জানিয়েছেন, ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার চিকিৎসা বিভাগ এবং প্রধান নির্বাচক জর্জ বেইলির প্রণীত পরিকল্পনা অনুযায়ীই তিনি হ্যামস্ট্রিং সমস্যার চিকিৎসা নিচ্ছেন।
দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে গত সপ্তাহের ম্যাচে খাজা না খেললেও শেফিল্ড শিল্ডের ফাইনালে উঠেছে তাঁর দল কুইন্সল্যান্ড। আগামী বুধবার শুরু হতে যাওয়া শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচ এই দুই দলই মুখোমুখি হবে। খাজার আশা, ফাইনালের আগেই তিনি পুরোপুরি সেরে উঠবেন।

সোনারপুরে শুরু হল ক্রিকেট খেলার মধ্যে দিয়ে সংগীত কাপ

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● সোনারপুর
আপনজন: ক্রিকেট খেলা খেলতে ও দেখতেই ভালো লাগে সবার।আর সেই খেলা যদি ঘরের পাশের মাঠে হয় তো আর কথা হয় না।এবার সোনারপুর হরিনাভী স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠে চতুর্থবারের জন্য শুরু হলো সংগীত কাপের।বৃহস্পতিবার রাতে এই খেলার উদ্বোধন করেন সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক লাভলী মৈত্র।এছাড়া উপস্থিত ছিলেন রাজপুর সোনারপুর পুরসভার চেয়ারম্যান ডা: পল্লব দাস ও পুরসভার সি.আই.সির সদস্য নজরুল আলি মন্ডল। উদ্বোধনের দিনেই জমজমাট দুটি প্রদর্শনী ম্যাচের আয়োজন করা হয়।অংশ নেয় বারুইপুর প্রেস ক্লাব,বারুইপুর পুলিশ জেলা, রাজপুর সোনারপুর পুরসভা ও সংগীত কাপের উদ্যোক্তারা। প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হয় বারুইপুর প্রেস ক্লাব বনাম বারুইপুর পুলিশ জেলা এবং দ্বিতীয় খেলায় লড়াই হয় রাজপুর সোনারপুর পুরসভা বনাম সংগীত কাপের উদ্যোক্তাদের মধ্যে।২০২২ সালে হরিনাভী স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠে প্রথমবারের মতো শুরু হয়েছিল এই প্রতিযোগিতা। প্রথম বছরেই স্থানীয়দের মধ্যে দারুণ সাড়া ফেলে দেয় এই টুর্নামেন্টটি। প্রতি বছরই সংগীত জগতের কিংবদন্তি শিল্পীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আয়োজন করা হয় এই ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। এবার চতুর্থ বর্ষে পা দিল সংগীত কাপ। প্রতিযোগিতার মূল উদ্যোক্তা ওম গণেশায় নমঃ এন্টারপ্রাইজ। সংস্থার কর্ণধার অরিন্দম দে বলেন,এবছর মোট ১৬ টি দল এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে। চ্যাম্পিয়ন দলের জন্য থাকছে ৫ লক্ষ টাকা আর্থিক পুরস্কার, আর রানার্স দল পাবে ৩ লক্ষ টাকা।এছাড়াও ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে থাকছে একাধিক পুরস্কার।এই টুর্নামেন্টের লীগ পর্যায়ের ম্যাচগুলি হবে ৮ ওভারের এবং সেমিফাইনাল ও ফাইনাল হবে ১০ ওভারের। মূলত টি-১০ ফরম্যাটে অনুষ্ঠিত হবে প্রতিযোগিতার নকআউট পর্ব.উদ্যোক্তাদের অন্যতম দীপা ভৌমিক ধর বলেন প্রতিযোগিতার আয়োজন থেকে শুরু করে পরিচালনা পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহিলাদের উৎসাহ ও অংশগ্রহণ চোখে পড়ার মতো। দীর্ঘদিন ধরেই এই টুর্নামেন্ট সফল করতে কাজ করে যাচ্ছেন তারা। আর এই প্রতিযোগিতা সফল করতে হরিনাভী স্পোর্টিং ক্লাবের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই অঞ্চলের ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য এটি একটি বড় সুযোগ, যেখানে স্থানীয় ও জেলার সেরা প্রতিভারা নিজেদের দক্ষতা প্রদর্শনের সুযোগ পান।সংগীত কাপ শুধুমাত্র একটি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা নয়, এটি সংগীত ও খেলাধুলার সংমিশ্রণে এক অনন্য উদ্যোগ।

আইপিএলে কোন দল কেমন

২৭ কোটির পন্তেই সব আশা ভরসা লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসের

আপনজন ডেস্ক

আরও একটা আইপিএল শুরু হচ্ছে ২২ মার্চ থেকে। ১০ দলের এই আসরে এবার শিরোপা জিতবে কারা? টুর্নামেন্ট শুরুর আগে দলগুলোর শক্তি-দুর্বলতা বিশ্লেষণ করে এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা।

লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস
অধিনায়ক: ঋষভ পন্ত
কোচ: জাস্টিন ল্যাঙ্গার
শিরোপা: নেই
স্কোয়াড: ২৪ জন
ভারতীয়: ১৮ জন
বিদেশি: ৬ জন
লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস ভারতের উত্তর প্রদেশের দল। আইপিএল সামনে রেখে দলটি উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে জার্সি উপহার দিয়েছে
লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস ভারতের উত্তর প্রদেশের দল। আইপিএল সামনে রেখে দলটি উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে জার্সি উপহার দিয়েছেছবি: ফেসবুক
রিটেইনড (ধরে রাখা খেলোয়াড়): নিকোলাস পুরান, মায়াঙ্ক যাদব, রবি বিষ্ণয়, আয়ুশ বাদোনি, মহসিন খান।
নিলামে কেনা: ঋষভ পন্ত, আবেশ খান, আকাশ দীপ, ডেভিড মিলার, আবদুল সামাদ, মিচেল মার্শ, শাহবাজ আহমেদ, এইডেন মার্করাম, ম্যাথু ব্রিটজকে, শামার জোসেফ, মণিমারন সিদ্ধার্থ, হিম্মত সিং, আরশিন কুলকার্নি, দিগ্বেশ সিং, প্রিন্স যাদব, যুবরাজ চৌধুরী, আকাশ সিং, রাজবর্ধন হাঙ্গারগেকার, আরিয়ান জুয়াল।

শক্তি:
- লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসের ভরসার জায়গা ঋষভ পন্ত। এই উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যানকে এবার ২৭ কোটি রুপিতে কিনেছে লক্ষ্ণৌ, যা তাঁকে আইপিএল ইতিহাসের সবচেয়ে দামি খেলোয়াড়ে পরিণত করেছে। ব্যাটিং, কিপিংয়ের পাশাপাশি পন্তের নেতৃত্বগুণও লক্ষ্ণৌর জন্য বাড়তি পাওনা। লক্ষ্ণৌর টপ অর্ডার ও মিডল অর্ডার বেশ শক্তিশালী। ওপেনিংয়ে দেখা যেতে পারে মিচেল মার্শ ও এইডেন মার্করামকে। ওপেন করতে পারেন ভারতীয় আয়ুশ বাদোনিও। এরপর পন্ত, নিকোলাস পুরান, ডেভিড মিলার ও আবদুল সামাদদের নিয়ে গড়া ব্যাটিং লাইনআপ যেকোনো দলকে ধসিয়ে দিতে পারে।

দুর্বলতা
- চোটের কারণে টুর্নামেন্টের প্রথম অংশে খেলতে পারবেন না মায়াঙ্ক যাদব। এই ফাস্ট বোলারকে শুরু থেকে না পাওয়া লক্ষ্ণৌর জন্য বড় ক্ষতি।
- লক্ষ্ণৌতে ইমপ্যাক্টফুল বোলার নেই বললেই চলে। লেগ স্পিনার রবি বিষ্ণয় আছেন, যিনি এর আগে আইপিএলে পারফর্ম করেছেন। লক্ষ্ণৌকে সেরা সাফল্য উপহার দিতে হলে আবেশ খান, আকাশ দীপ, মহসিন খানের মতো পেসারকে আইপিএলের সেরা মৌসুম কাটাতে হবে।
- দলে কোনো পরীক্ষিত ওপেনার নেই। কুইন্টন ডি কক, লোকেশ রাহুলদের চলে যাওয়ায় ওপেনিংয়ে শূন্যতা সৃষ্টি করেছে।
- দলে বিদেশি পেসারের সংকট আছে। শামার জোসেফ ছাড়া বিদেশি পেসার নেই। জোসেফও খুব একটা অভিজ্ঞ নন। তিনি সব মিলিয়ে টি-টোয়েন্টি খেলেছেন ২০টি।

প্রত্যাশা ও বাস্তবতা
- চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্যই খেলতে চাইবে লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস। তবে বাস্তবতা বলছে, দলটির প্লে-অফে যাওয়াই কঠিন হতে পারে।

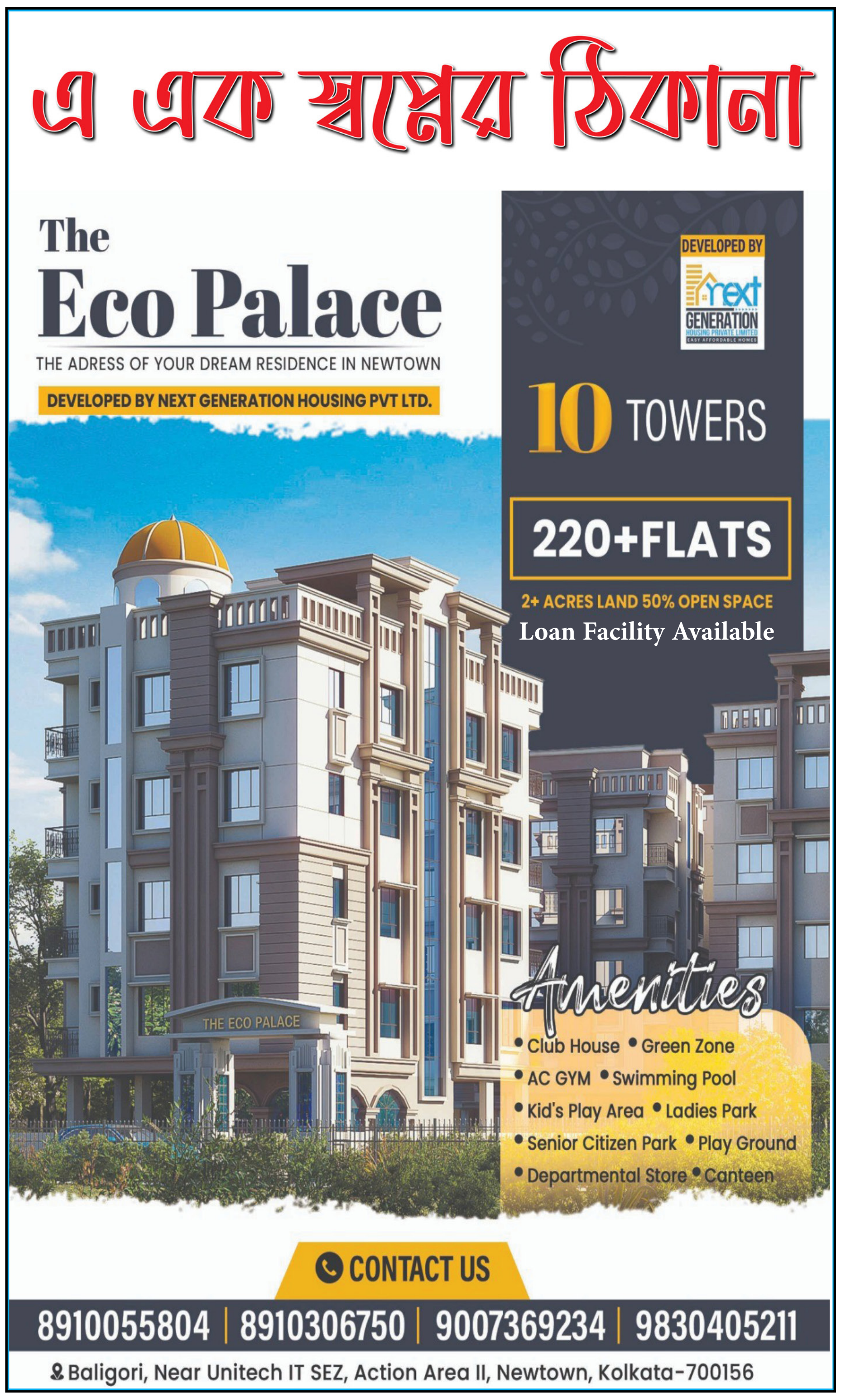

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**